ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

মহান স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ

স্বাধীনতা তুমি আমার স্বাধীনতা
তুমি জাগ্রত জনতার গৌরবগাঁথা
লাখো জনতার হৃদয়বিদারক স্মৃতিকথা
তুমি স্বাধীনতা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রকাশনা
৫০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৬ খ্রি.

মাত্র ৩ দিনেই আপনিও পেতে পারেন কর্মদক্ষতার সার্টিফিকেট

একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা নানা ধরনের হাতের কাজে দক্ষ। যেমন: কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডার, গ্রাফিক ডিজাইনার ইত্যাদি। হয়তো বংশ পরম্পরায় বা ওস্তাদের কাছ থেকে কাজ শিখেছেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট নেই। এ কারণে মূল্যায়ন, মর্যাদা বা আয়ও কম। এদের কেউ চান বিদেশে কাজ করতে যেতে, কেউ খুঁজছেন ভালো চাকরি, আবার হয়তো কেউ চান প্রমোশন। কিন্তু দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শুধু একটা সার্টিফিকেটের অভাবে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছেন না। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ASSET প্রকল্পের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসেবে Recognition of Prior Learning (RPL) বা পূর্ব দক্ষতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

কারা পেতে পারেন?

- নির্বাচিত ৭২টি অকুপেশন/বিষয়ের যে কোন একটিতে দক্ষ ব্যক্তি।
- বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট অকুপেশনে এক বছরের অভিজ্ঞতা (শিল্পকারখানা/স্বনিয়োজিত) থাকতে হবে।

কি লাগবে?

- এক বছরের অভিজ্ঞতা।
- এনআইডি বা জন্মসনদের কপি।
- দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

সুযোগ সুবিধা:

- কোনো খরচ দিতে হয় না।
- ২৪০০ টাকা ভাতা পাওয়া যায়।
- লাঞ্চ ও ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল দেয়া হয়।

পদ্ধতি:

- দেশজুড়ে ৩৬৫টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৭২টি অকুপেশনে আরপিএল সার্টিফিকেট দেয়া হয়।
- প্রার্থীকে পছন্দের প্রতিষ্ঠানে হাজির হয়ে এনএসডিএ-এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।
- মাত্র তিন দিন লাগে। প্রথম দুই দিন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বোঝানো হয়। তৃতীয় দিনে মূল্যায়ন করা হয়।
- সার্টিফিকেটের বিভিন্ন লেভেল আছে। লেভেল ১ থেকে শুরু। লেভেল ৪ পর্যন্ত করা যায়।
- অকুপেশন ও দক্ষতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লেভেলের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- অকুপেশন ও দক্ষতার লেভেল অনুযায়ী ভর্তির যোগ্যতাও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

উপকারিতা:

- দক্ষতার স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, যা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত।
- কর্মীর আত্মবিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
- দেশ-বিদেশে কাজের সুযোগ ও বেতন বৃদ্ধি পায় এবং প্রমোশন ত্বরান্বিত হয়।
- সার্টিফিকেটের লেভেল যত বেশি হবে, বেতনও তত বৃদ্ধি পাবে।

সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ১,২৩,০০০ জনকে Recognition of Prior Learning (RPL) বা পূর্ব দক্ষতার সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭৯,১৯০ জনের এ্যাসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরা এখন অনেক বেশি দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী। তাঁদের আয় বেড়েছে, মানমর্যাদাও বেড়েছে। বিদেশ থেকে এসে অনেক কর্মী অত্যন্ত মূল্যবান এ সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। দক্ষতা থাকলে আপনিও পেতে পারেন মূল্যবান RPL সার্টিফিকেট। আজই নিকটস্থ প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠান ও অকুপেশনের তালিকার জন্য পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
www.asset-dte.gov.bd; AProMIS.app

Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ASSET Project

THE WORLD BANK
IBRD · IDA | WORLD BANK GROUP

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি (২০২৪-২০২৬)

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), এফ/০৩১৯৮
প্রেসিডেন্ট, আইইবি

প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/০৩০৩০
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এফ/০৩৭০৬
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(এইচআরডি), আইইবি

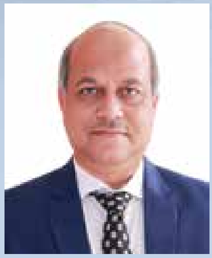

প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, এফ/০৬৪৫০
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), এফ/০৮৬৫০
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/০৮৯৬০
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/০৯৭৯৭
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, এফ/১৪১৪৪
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(এইচআরডি), আইইবি

প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, এফ/১৪১৪১
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, এফ/১৪১৪০
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/০৩০৩০
চেয়ারম্যান
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/০৮৯৬০
সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/০৯৭৯৭
সদস্য
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী ইয়াছিন সারাফাত শিপলু, এম/৪৫২৬২
সদস্য
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনি, এম/৩৫১৫৫
সদস্য
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী মো. মেসবাহুল ইসলাম বরাত, এম/৪৪৭৭০
সদস্য
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী সাঈদ হাসান, এম/৪৬৯৯০
সদস্য
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী কে. এম. ফারজাদুল ইসলাম, এফ/১৪১৪২
সদস্য
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, এফ/১৪২১৪
সম্পাদকীয় সহকারী
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা *iebnews48@gmail.com* ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

- চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- ধারাবাহিক ঃ স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- মুক্তমঞ্চ ঃ প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ, বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- গ্রীণ টেকনোলজি ঃ গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- উদ্ভাবন ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- সাক্ষাৎকার ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- অতিথি কলাম ঃ অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারির অমর একুশ আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, আর মার্চের ছাব্বিশ আমাদের স্বাধীনতার অদম্য প্রত্যয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস, এই দুই ঐতিহাসিক মাইলফলক বাঙালি জাতির সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও গৌরবের অবিচ্ছেদ্য প্রতীক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। সেই ভাষাই আজ আমাদের জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। অন্যদিকে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দিয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র-বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিকে নতুন প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও প্রকৌশল উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। একটি জাতির প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে তার কারিগরি দক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার উপর। বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা আজ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার এই অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে আমাদের প্রকৌশলীদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় সমস্যার দেশীয় সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। একইসাথে নৈতিকতা, পেশাগত দায়বদ্ধতা এবং দেশপ্রেমের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে একটি দক্ষ ও মানবিক প্রকৌশলী সমাজ।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) তথা বাংলাদেশের প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ' ৫০তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৬ খ্রি. মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশলীদের অবদান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় আইইবি সদর দফতর, প্রকৌশল বিভাগ, কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও চ্যাপ্টারদ্বয়ের সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে। আশা করি বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

প্রচ্ছদ
প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, এফ/১৪২১৪

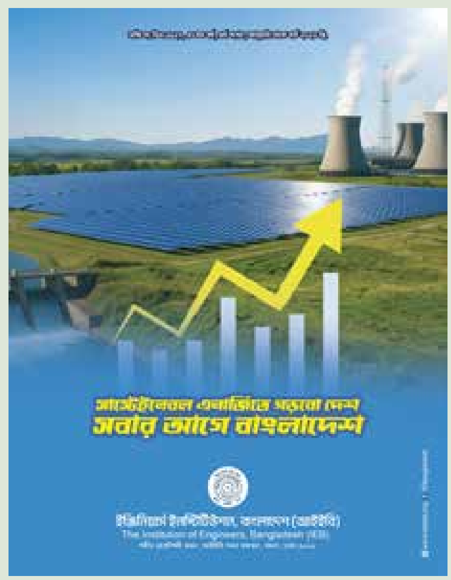

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

গ্রাফিক্স
মো. আরাফাত মিয়া

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা' ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৫৫১১০৩২৭, ০২-৫৫১১০৪২১
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫১১০৩২৮
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd·org

এই সংখ্যায়

তিস্তা মহাপরিকল্পনা: উত্তরের জনপদে নতুন প্রাণের স্পন্দন — ৩-৪
প্রকৌশলী মোহাম্মদ সুবাইল-বিন-আলম, এফ/১৩৬৭১

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সম্মানিত গ্রাহকের ভূমিকা — ৫-৮
প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার সরকার, এফ/১২৭২০

Victory Day/বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. জাগ্রত বাংলাদেশ ও দেশের প্রকৌশলী সমাজ — ৯-১০
প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, এফ/৩৭৪৪

Property Valuation in Bangladesh as a Mortgage Instrument: The Engineer's Critical Role — ১১-১৩
Engr. Mohammad Anwar Hossain, M-52432

মেগা প্রজেক্ট: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (HSIA) এক্সপ্যানশন প্রকল্প — ১৪-১৫
Engr. K. M. Munir Hussain, F/14733

"আমাদের রাখাল রাজা" — ১৬-১৭
প্রকৌশলী মো. আশিকুর রহমান এম/ ৪০৪৭২

তিস্তা মহাপরিকল্পনা: উত্তরের জনপদে নতুন প্রাণের স্পন্দন

প্রকৌশলী মোহাম্মদ সুবাইল-বিন-আলম, এফ/১৩৬৭১

বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলোর মধ্যে তিস্তা এখন এক দীর্ঘশ্বাসের নাম। বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে ঘরবাড়ি ভাসানো আর শীতকালে ধুধু বালুচরে পরিণত হওয়া–এই দুই চরম অবস্থার মধ্যে বন্দি উত্তরবঙ্গের দুই কোটি মানুষের ভাগ্য। ভারতের সঙ্গে পানি বণ্টন চুক্তির দীর্ঘ প্রতীক্ষা যখন অনিশ্চয়তার মেঘে ঢাকা, তখন 'তিস্তা রিভার কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট' বা 'তিস্তা মহাপরিকল্পনা' আমাদের জন্য এক নতুন আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রকল্পের অগ্রগতি দেখে মনে হয়, উত্তরাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনমান বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

প্রকল্পের মূল কাঠামোতে রয়েছে নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ, জলাধার তৈরি, ভাঙন প্রতিরোধী দেয়াল, সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নদীর তীরে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। চীনের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি পাওয়ার চায়না (Power Construction Corporation of China) এর সঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক (MoU) ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে নবায়ন হয়েছে। এর ফলে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কনসেপ্ট পেপার এবং ২০২৬ সালে ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ হবে। প্রথম পর্যায়ের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭৫ কোটি ডলার (৯১৫০ কোটি টাকার মতো), যার মধ্যে চীন থেকে ঋণ চাওয়া হয়েছে ৫৫ কোটি ডলার (প্রায় ৬৭০০ কোটি টাকা)। বাকিটা সরকারি তহবিল থেকে। কাজ শুরু হবে ২০২৬ সালে, শেষ হওয়ার লক্ষ্য ২০২৯ সাল।

চীনের অর্থায়নের এই উদ্যোগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে নতুন গতি পেয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মার্চ ২০২৫ সালের চীন সফরে দুই দেশের যৌথ বিবৃতিতে তিস্তা প্রকল্পে চীনা কোম্পানির অংশগ্রহণকে স্বাগত জানানো হয়। চীন সেই সফরে বাংলাদেশকে মোট ২.১ বিলিয়ন ডলারের ঋণ, অনুদান ও বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয়, যার একটি বড় অংশ ব্যবহৃত হয় অবকাঠামো উন্নয়নে। আগস্ট ২০২৫-এ বাংলাদেশ চীনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণের চিঠি পাঠায়, এবং নীতিনির্ধারকরা আশা করছেন এ বছরের শেষ নাগাদ আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সেপ্টেম্বরে জানান, প্রকল্প যাচাইয়ে শিগগিরই চীনা বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে আসবে।

প্রায় ৮ হাজার ৫০০ কোটি থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই বিশাল প্রকল্প কেবল একটি নদী খনন প্রকল্প নয় এটি উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি পরিবর্তনের একটি ব্লু-প্রিন্ট। বর্তমানে তিস্তা নদীর প্রস্থ কোথাও ৫ কিলোমিটার, আবার কোথাও ৮ কিলোমিটার। বিশাল এই এলাকায় নদীটি আঁকাবাঁকা হয়ে চলায় প্রতিবছর হাজার হাজার একর আবাদি জমি ও বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মহাপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো নদীকে শাসন করে এর প্রস্থ কমিয়ে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটারে নামিয়ে আনা এবং গভীরতা বাড়ানো।

এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ যে বহুমুখী সুবিধা পাবে, তা সংক্ষেপে নিচের পয়েন্টগুলোতে দেখে নেওয়া যাক:

• **ভূমি উদ্ধার ও কৃষির উন্নয়ন:** নদী শাসনের মাধ্যমে প্রায় ১৭০ বর্গকিলোমিটার ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হবে। বর্তমানে যে জমিগুলো বছরের অর্ধেক সময় পানির নিচে আর বাকি অর্ধেক সময় বালুচরে থাকে, সেখানে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

• **বন্যা ও ভাঙন রোধ:** প্রতিবছর তিস্তার ভাঙনে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার সম্পদহানি ঘটে। প্রকল্পের আওতায় নদীর দুই তীরে শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ করা হবে, যা স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করবে।

• **সেচ সুবিধা ও খাদ্য নিরাপত্তা:** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তায় পানির চরম সংকট থাকে। প্রকল্পের আওতায় বড় বড় জলাধার (Reservoir) নির্মাণ করা হবে, যেখানে বর্ষার পানি ধরে রেখে শীতকালে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে।

• **অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পায়ন:** নদীর তীরে ইপিজেড, স্যাটেলাইট শহর, পর্যটন কেন্দ্র, মৎস্য চাষ, শিল্পপার্ক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলার প্রায় ২ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

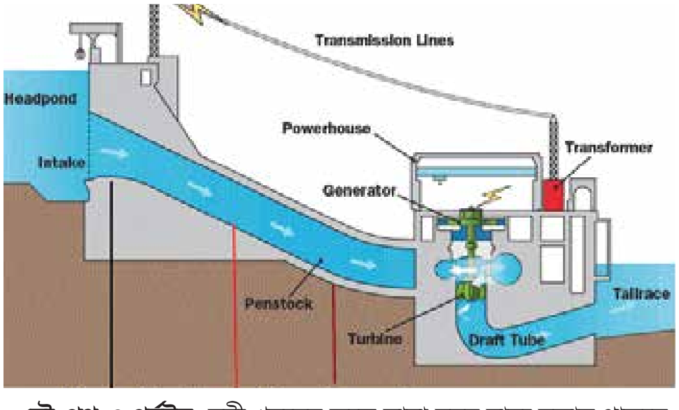

• **নৌ-পথ ও পর্যটন:** নদী খননের ফলে সারা বছর নাব্য বজায় থাকবে, যা অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করবে। পাশাপাশি নদীর পাড়জুড়ে গড়ে উঠবে পর্যটন কেন্দ্র ও স্যাটেলাইট টাউন।

• **তিস্তা ব্যারেজ ও জলাধার নির্মাণ (প্রস্তাবিত):** মূলত লালমনিরহাটের দহগ্রাম-কুচলিবাড়ী এলাকায় একটি বৃহৎ ব্যারাজ নির্মাণ, যার মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রেখে সেচ কাজ চালানো।

• **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন:** সীমিত আকারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই।

তিস্তা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা উঠলেই ভূ-রাজনীতির প্রসঙ্গ চলে আসে। চীন এই প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহী হলেও ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়টিও আলোচনায় আছে। তবে বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো নিজের মানুষের জীবন ও জীবিকা। নদীশাসনে চীনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের নদীর প্রকৃতির সঙ্গে কতটা মানানসই হবে সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। তিস্তা চুক্তি যখন হচ্ছে না, তখন নিজেদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বা বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। প্রকল্পের বিপুল অর্থায়ন সঠিকভাবে ব্যবহৃত হবে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। বড় ব্যারেজ ও নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সবসময়ই বড় ধরনের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পড়ে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে উত্তরবঙ্গ আর 'মঙ্গাপীড়িত' বা অবহেলিত অঞ্চল থাকবে না। এটি হবে দেশের নতুন এক অর্থনৈতিক করিডোর। সরকারের উচিত ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে এই প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া। বিএনপি তাদের পরিকল্পনাতেও তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। আশা করি, এই জিনিস এবার আর আটকবে না। তিস্তার পাড়ের মানুষের কান্না থামানো এবং দেশের সামগ্রিক জিডিপিতে উত্তরের অবদান বাড়ানোর জন্য এই প্রকল্পের কোনো বিকল্প নেই। ■

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সম্মানিত গ্রাহকের ভূমিকা

প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার সরকার, এফ/১২৭২০

সভ্যতার উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো বিদ্যুৎ। প্রচলিত আছে, যে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার যত বেশি, সে দেশে জীবনযাত্রার মান তত উন্নত। এখন বাংলাদেশে সব জায়গায় বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছে গেছে। বর্তমানে দেশে সর্বত্র বিদ্যুতের কারণে গ্রাম আর শহরের মধ্যে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না।

**'কুটির শিল্প ক্ষুদ্র কাজ
সব কিছুতে বিদ্যুৎ আজ'**

কিন্তু মহামূল্যবান বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস, কয়লা, তেল বা ক্ষেত্র বিশেষে পানি বা বায়ু ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহৃত এ শক্তি বা জ্বালানির বহুবিধ ব্যবহার বা এর ক্রয় মূল্য বা পরিবহন পরিচালন কাজে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। তাছাড়া, এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা অনেক সহজ। তাই এ বিদ্যুতের ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হওয়া প্রয়োজন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য সবাইকে আহবান জানানো হলঃ

দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা:
দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রেখে দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারপূর্বক পরিমিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, আর দক্ষিণ দিকে শোবার ঘর রাখলে ভালো হয়। এতে করে ঘরে আলো-বাতাস বেশি প্রবেশ করে, ফলে বাতি ও পাখার সীমিত ব্যবহার করা সম্ভব হয়। বাসার প্রতিটি জানালায় রঙিন কাঁচের ব্যবহার না করে স্বচ্ছ কাঁচ লাগালে ঘরে প্রাকৃতিকভাবে বেশি আলো পাওয়া সম্ভব। দিনের আলোর ব্যবহার বাড়াতে হবে। যত ভোরে সম্ভব ঘুম থেকে ওঠা ও রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বাসা বাড়ির পাশাপাশি বাণিজ্যিক বিপণি/শপিং মলে সকল প্রকার আলোকসজ্জা পরিহার করা। বিদ্যুৎ চলে গেলে বাসার যে অংশে বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ থাকা অবস্থায় সে অংশে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভ্যাস করা। এছাড়া, গরমে ঘরে দরজা জানালায় ভারী পর্দা ব্যবহার করুন। কারণ ঘরের তাপমাত্রা বেশি হলে কুলার বা এসি ঘর ঠান্ডা করতে বেশি সময় নেয়। ফলে বিদ্যুৎ বিলও বাড়ে। তাই ঘরের দরজা, জানালায় হালকা পর্দা বদলে ফেলুন।

ব্যবহার শেষে অপ্রয়োজনীয় সুইচ বন্ধ রাখুনঃ
ব্যবহার শেষে বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ করুন। বিনা প্রয়োজনে বাতি বা ফ্যান ব্যবহার করবেন না। এতে বিদ্যুতের অপচয় হয়। বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সবগুলো সুইচ বন্ধ আছে কিনা তা ভালো করে চেক করে নিন।

**'বন্ধ রাখলে অপ্রয়োজনীয় বাতি
লাভবান হবেন দেশ ও জাতি'**

কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন:

একটি কম্পিউটার ২৪ ঘণ্টা চললে তা একটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজের চেয়ে বেশি শক্তি গ্রহণ করে। তাই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এটি ব্যবহার না করাই শ্রেয়। কম্পিউটার যদি অন রাখতেই হয় তবে মনিটর বন্ধ করে রাখুন। কারণ, মনিটর একাই সিস্টেমের ৫০ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ব্যবহার শেষে স্লিপ মোডে রাখতে পারেন। এতে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

কাজ শেষে চার্জার খুলে রাখা:

বেশিরভাগ মানুষই ব্যাটারি চার্জার (যেমন-ল্যাপটপ, সেল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি) ব্যবহার শেষে সকেট হতে প্লাগ খুলে রাখেন না। এগুলো শক্তি গ্রহণ করে। তাই চার্জ দেওয়া শেষে সকেট পয়েন্ট হতে চার্জার খুলে রাখা উচিত।

বাসায় ব্যবহৃত বাতি বা বাল্ব পরিষ্কার রাখা:

ব্যবহৃত টিউব লাইট ও অন্যান্য বাল্বে ময়লা জমলে তা ৫০ শতাংশ আলো শোষন করে নেয়। ফলে আলোর উজ্জ্বলতা কমে যায়। তাই সপ্তাহে একদিন ঘরের বাতিগুলো পরিষ্কার করুন। এতে করে পর্যাপ্ত আলো পাওয়ার সুযোগ হবে, ফলে একাধিক বাল্ব জ্বালানোর প্রয়োজন হবে না।

একবারে আয়রন করুন:

বাসায় ব্যবহৃত সব পোশাক একসঙ্গে গুছিয়ে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আয়রন করুন। আয়রন করাকালীন ইস্ত্রির সুইচ অন করে রেখে দেবেন না। কাজ না করলেও এটি বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। ফলে বিদ্যুতের অপচয় হয়।

ইলেকট্রিক কেটলি ব্যবহার করা:

পানি গরম করতে সরাসরি হিটার বা কুকার ব্যবহার না করে পানি গরম করতে ইলেকট্রিক কেটলি ব্যবহার করুন। ইলেকট্রিক কুকারের তুলনায় ইলেকট্রিক কেটলি বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী।

ঘরের ভিতরের ওয়ালে সাদা রঙের ব্যবহার:

ঘরের দেয়াল, ছাদ, পর্দা এবং আসবাবপত্রে সাদা রঙ ব্যবহার করুন। সাদা সম্ভব না হলেও অন্য কোনো হালকা রঙ ব্যবহার করুন। এতে ঘর উজ্জ্বল দেখাবে। ফলে আলো কম লাগায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। দিনের বেলায় যতটা পারা যায় প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারের চেষ্টা করুন।

সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে এলইডি বাল্ব ব্যবহার:

সাধারণ বাল্বের তুলনায় এলইডি বাল্বে কম বিদ্যুৎ খরচ হয়। উজ্জ্বলতাও বেশি হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে বাসা বা অফিসে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করুন। একই বিদ্যুৎ খরচ হবে অথচ সাধারণ বা সিএফএল এর তুলনায় এলইডি বাল্বের লুমেন (আলোর বিচ্ছুরণ) অনেক বেশি। বিভিন্ন বাল্ব বিভিন্ন ক্ষমতার (ওয়াট) বিদ্যুৎ শক্তি গ্রহণ করে থাকে। ৬০ ওয়াটের সাধারণ বাতির সমান হলো ১৮ ওয়াটের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল বাল্ব বা ১০ ওয়াটের এলইডি বাতি। সাধারণ বাতির তুলনায় এ সকল বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্বের গড় আয়ু ৮ থেকে ১৫ গুণ পর্যন্ত বেশি। যেখানে সাধারণ বাতির গড় আয়ু ৭৫০ ঘণ্টা থেকে ১,৫০০ ঘণ্টা সেখানে একটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতির আয়ু ৬,০০০ থেকে ১৫,০০০ ঘণ্টা। আবার এলইডি বাতির গড় আয়ু ৫০,০০০ ঘন্টারও অধিক হয়ে থাকে। সামগ্রিক বিবেচনায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি ব্যবহার করাই শ্রেয়।

চিত্র-১: বিভিন্ন প্রকার বাল্বের বিদ্যুৎ খরচ ও আলো প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

ফ্রিজ ডিফ্রস্টিং করুন:

মাছ, মাংস বা অন্য যে কোনো খাবার সংরক্ষণ করার জন্য রেফ্রিজারেটর বা অনেক সময় ডিপ ফ্রিজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ফ্রিজে বেশি পরিমাণে খাবার রাখা হয়, এতে করে ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমলে ঠান্ডা করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বেড়ে যায় বিদ্যুতের ব্যবহার। তাই কয়েকদিন পর পর ফ্রিজ ডিফ্রস্টিং করলে ফ্রিজের বিদ্যুৎ খরচ অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফ্রিজে যত বেশি জিনিসপত্র রাখবেন, ততই ফ্রিজ নোংরা হবে এবং বিদ্যুৎ বিল বাড়বে। ফ্রিজ নোংরা থাকলে ঠান্ডা হতে সময় লাগে। ফলে অধিক বিদ্যুৎ ব্যয় হয়। তাই মাঝে মাঝে ফ্রিজ থেকে সব বের করে নিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিভি দেখা:

অনেকেই রাতে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে সারা রাত টিভি চলতে থাকে। প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের অপচয় হয়। তাই টিভি দেখার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নিন। আধুনিক স্মার্ট টিভিতে সময় সেট করা যায়। সেটি করুণ। এতে নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিভি অফ হয়ে যাবে। এতে করে বিদ্যুৎ খরচ কম হবে।

সোলার এনার্জি ব্যবহার:

সোলার এনার্জি কাজে লাগালে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি সাশ্রয় করা সম্ভব। গ্রিড বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌর বিদ্যুতের

ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঠে বা জমিতে ছাড়াও বহুতল ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে গ্রিড বিদ্যুতের ওপর চাপ কমানো যেতে পারে। এটি স্থাপনে প্রাথমিকভাবে ব্যয় হলেও, পরবর্তী সময়ে এর সুফল বুঝতে পারবেন। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি বেশ কিছু সংস্থা থেকে লোনের মাধ্যমেও এই সিস্টেম ডেভেলপ করে দেয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক নিজে ব্যবহার না করেও সোলার বিদ্যুৎ চাইলে জাতীয় গ্রিডে প্রেরণ করে দেয়া যায়। এর মাধ্যমে আপনার বিদ্যুৎ বিল থেকে ঐ পরিমাণ বিদ্যুতের বিল হ্রাস (নেট মিটারিং) করে দেয়া হবে। অর্থাৎ আপনার অব্যবহৃত বিদ্যুৎ অন্য কেউ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

চিত্র-২: সৌরশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পাম্প চালনো

অদৃশ্য বিদ্যুৎ ব্যয়:

অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি, মিউজিক চালিয়ে রাখেন। এছাড়াও সুইচবোর্ডের পোর্টে বিভিন্ন প্লাগ লাগিয়ে রাখেন ।এগুলো সবই বিদ্যুতের অদৃশ্য ব্যয়। আবার অনেক সময় আইপিএস এর ব্যাটারি নষ্ট হলে তা সবসময় চার্জ গ্রহণ করে, এতে অনেক বিদ্যুৎ খরচ হয়ে থাকে। তাই মাঝে মাঝে বাসায় স্থাপিত আইপিএস এর ব্যাটারির পানি পর্যবেক্ষণ বা আইপিএস মেশিন চেক করা প্রয়োজন।

এসি'র ব্যবহার:

গরমে অনেকেই নিয়মিত এসি ব্যবহার করে থাকেন। এতে বিদ্যুৎ বেশি খরচ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এসি'র তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর উপরে রাখা দরকার। সম্ভব হলে এসি ব্যবহার হতে বিরত থাকুন। এছাড়া নিয়মিত এসি সার্ভিসিং করিয়ে তাপমাত্রাও নির্ধারণ করে নিন। ফলে বিদ্যুৎ বিল কমানো যেতে পারে। আরেকটি ছোট্ট অভ্যাসের মাধ্যমেও কমাতে পারেন বিদ্যুৎ বিল। ঘুমানোর আগে এসি'তে টাইমার লাগিয়ে নিন। ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ঘর ঠান্ডা হয়ে যাবে। তারপর এসি'র দরকার হবে না। অনেকেই ঘুমানোর কারণে পরবর্তী সময়ে এসি বন্ধ করতে পারেন না। তাই সারা রাত এসি চলতেই থাকে, যা অপ্রয়োজনীয়। তাই ঘুমানোর আগে টাইমার সেট করে রাখার মাধ্যমেও আপনি বিদ্যুৎ বিল কমাতে পারবেন।

ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার:

নিয়মিত ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সপ্তাহে ৩-৪ দিন ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আবার সপ্তাহান্তেও অনেক কাপড় একসঙ্গে ধুয়ে নিতে পারেন ওয়াশিং মেশিনে। গরমে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় শুকাবেন না। বাইরে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেবেন। ফলে বিদ্যুতের ব্যবহার কমবে এবং ইলেকট্রিক বিলও কম আসবে।

খারাপ ওয়্যারিং/ সুইচ বদলানো জরুরি:

বাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইনের ওয়্যারিং খারাপ হলে, অনেক সময় সুইচ অফ করা সত্ত্বেও লাইট জ্বলতে থাকে। আবার অনেক সময় নিম্নমানের তার বা সুইচ/সকেট ব্যবহার করে ওয়্যারিং করলে তা অল্প সময়েই কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে অনেক সময় এগুলো স্পার্ক করে থাকে। এভাবে স্পার্কিং বা লুজ কন্টাক্ট এ স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ খরচ বাড়তে থাকে।

ভেন্টিলেশন:

অনেকের ঘরেই ভেন্টিলেশনের অভাবে দিনেও ঘর অন্ধকার থাকে। এ কারণে লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এমন ঘর হলে বিদ্যুৎ বিল বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই চেষ্টা করুণ চারপাশ খোলা এবং পর্যাপ্ত আলো আসে এমন ঘরে থাকতে। তাহলে শরীরও সুস্থ থাকবে আর বিদ্যুৎ বিলও বাঁচবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা:

গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য সকল ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য উন্নতমানের বা ব্রান্ডের ক্রয় করা প্রয়োজন। এসি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, ইনভার্টার বা গিজার ক্রয়ের সময় লক্ষ্য রাখবেন, এগুলো ৫ স্টার অ্যাপলায়েন্স কিনা। স্টারের সংখ্যা যত বেশি হবে; ততটাই কম বিদ্যুৎ ব্যয় করবে। এগুলো একটু দামি হলেও দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাবেন। এতে প্রাথমিকভাবে ক্রয় খরচ বেশি মনে হলেও এ সকল যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ খরচ কম। একইভাবে টিউব লাইটে ম্যাগনেটিক ব্যালাস্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ব্যবহার করা বা ওয়্যারিং এ ব্যবহৃত সুইচ, সকেট, তারসহ অন্যান্য মালামাল গুণগত মানের ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সন্ধ্যাকালীন সময়ে এসি, ওভেন, ইস্ত্রি, সেচ পাম্প না চালানো ও বাণিজ্যিক বিপণি সন্ধ্যার পর বন্ধ রাখা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক ছুটি (হলিডে) বাস্তবায়ন করা:

সন্ধ্যাকালীন সময়ে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটার, ওভেন, এসি, ওয়েল্ডিং, রি-রোলিং মিল, গৃহস্থালীর ব্যবহৃত পাম্প, আই. পি. এস. চার্জার চালানো হতে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক হলিডে বাস্তবায়ন করা এবং শপিং মল রাত ৮.০০ ঘটিকার পর বন্ধ রাখা যেতে পারে। সিএনজি স্টেশন/পেট্রোল ফিলিং স্টেশন বা অন্যান্য বিপণি বিতানে আলোকসজ্জার জন্য কম পরিমাণে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা দরকার।

সেচের ক্ষেত্রে সেচ প্রদানের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ ও সম্ভব হলে ক্রপিং প্যাটার্ন পরিবর্তন করা:

সন্ধ্যাকালীন সময়ে অর্থাৎ বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প না চালিয়ে রাত্রিকালীন পাম্প চালানো উত্তম। এসময় বিদ্যুতের ভোল্টেজ সঠিক থাকে, তাছাড়া রাত্রিতে মাটি ঠান্ডা থাকে এবং সূর্যতাপে পানির অপচয় হয় না বলে কম সময় পাম্প চালিয়ে অধিক

জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। তাছাড়া, জমিতে সবসময় পানি জমিয়ে না রেখে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো (AWD-Alternate Wetting & Drying)পদ্ধতি অনুসরণ করলে সেচ খরচ কম হবে, অপরদিকে ফলন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, পরিবেশের কথা বিবেচনায় রেখে পানি কম প্রয়োজন হয় এমন শস্যক্রম (ক্রপিং প্যাটার্ন) অনুসরণ করে এক জমিতে বার বার একই ফসল না করে কম সেচ লাগে এমন ফসল করা যেতে পারে। এতে করে একদিকে যেমন সেচ প্রয়োগে বিদ্যুৎ খরচ কম হবে, অপরদিকে জমির উর্বরতা রক্ষা পাবে। পানি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় স্বল্প জীবনীর (শর্ট লাইফ টাইম) ধান (ব্রি-২৮, ব্রি-৮৪ বা ব্রি-৮৮) বা গম, ভুট্টা বা সবজি জাতীয় ফসল করা যেতে পারে। সেচের ক্ষেত্রে সোলার ইরিগেশন পাম্পের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে।

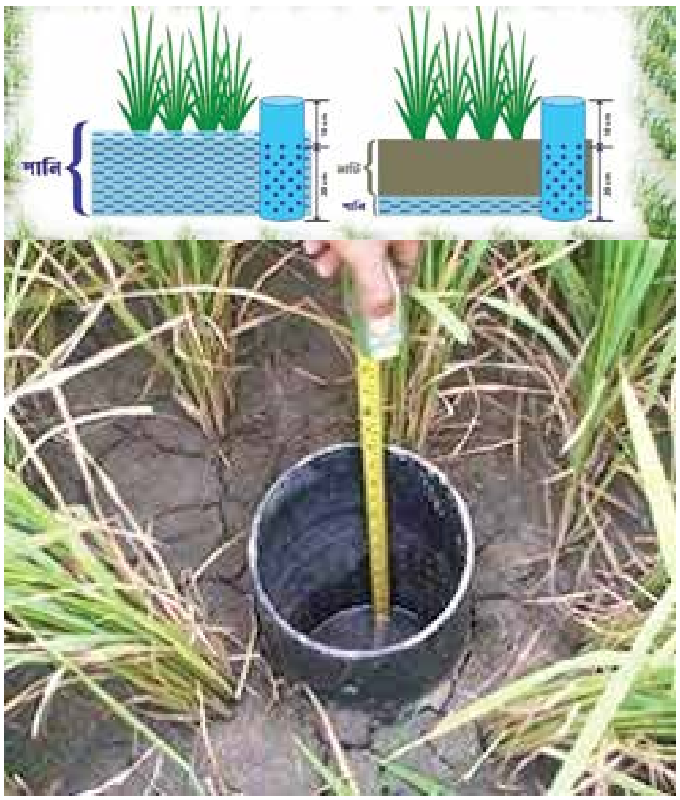

চিত্র-৩: পর্যায়ক্রমে ভিজানো শুকানো (AWD) পদ্ধতির মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশে বান্ধব সেচ পদ্ধতি।

এসএলডি:
এবার যে প্রযুক্তিটির কথা বলব সেটার আবিষ্কার হয়েছে গত বছরেই। এনার্জি লাইটের তুলনায় ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ কম ও চারগুণ বেশি স্থায়িত্ব প্রদানকারী এই লাইট ব্যবহারে ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। একটি এনার্জি বাল্বের ২৪ ওয়াটের সমান আলো দেবে এসএলইডির একটি ১১ ওয়াটের বাল্ব। এতে ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। নিউ জেন এসএলইডির একটি ১১ ওয়াট বাল্ব ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবছর ১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, এসব লাইটের বিদ্যুতের ১০০ থেকে ২৪০ ভোল্টেজের মধ্যে আপ-ডাউন করলেও আলো কমবে না। একটি বাল্ব সমানভাবে ৩০ হাজার ঘণ্টা আলো দিতে সক্ষম। ফলে একটি লাইট প্রতিদিন গড়ে আট ঘণ্টা জ্বালানো হলে এর স্থায়িত্ব হবে ১৫ বছর।

প্যাসিভ ওয়াই-ফাই:
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একদল গবেষক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ওয়াই-ফাই আবিষ্কার করেছেন। নাম দিয়েছেন "প্যাসিভ ওয়াই-ফাই"। যা অন্যান্য ওয়াইফাইয়ের তুলনায় ১০ হাজার গুণ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। গবেষকরা জানান, প্যাসিভ ওয়াই-ফাই এ সাধারণ ওয়াই-ফাইয়ের তুলনায় কম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দরকার হয়। এ ডিভাইসটি ছবির জন্য যে অতিরিক্ত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দরকার হয় তার প্রয়োজন হয় না । তাঁরা এটিকে আরো আধুনিক করার জন্য কাজ করছেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এই ওয়াই-ফাই দিয়ে উচ্চগতিতে ডাউন-লোডও করা যাবে। যার গতি ১১ এমবিপিএস।

ভিআরএফ (ভেরিয়েবল রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা:
ভিআরএফ প্রযুক্তিকে বলা হয় চতুর্থ প্রজন্মের সবচেয়ে আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। এ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ব্যবহার করে অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব। অন্য প্রযুক্তির শীতাতপ ব্যবস্থা চালু হতে যে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, এই প্রযুক্তিতে শীতাতপ যন্ত্র চালু করতে তার মাত্র ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ লাগে। চালু হওয়ার পর বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ আরও কমে আসে, তাই এটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী।

উপরোক্ত পদ্ধতি সমূহ বাস্তবায়ন করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকের ভূমিকা অপরিসীম।

তথ্য সূত্র:
১। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট।
২। দৈনিক সময়ের আলো, ১৪ আগস্ট ২০২২।
৩। দৈনিক আমাদের সময়, ১৪ আগস্ট ২০২২।

সংকলনে:
প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার সরকার
ডিজিএম, নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ ও প্রাক্তন সেক্রেটারী, আইইবি, নাটোর উপকেন্দ্র।
লাইফ ফেলো-১২৭২০ (আইইবি)
মোবাইল ফোন নং-০১৭১২১৪৪০৯৭।
ই-মেইল: rks.bau@gmail.com

Victory Day/বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. জাগ্রত বাংলাদেশ ও দেশের প্রকৌশলী সমাজ

প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, এফ/৩৭৪৪

প্রকৌশল তথা ইঞ্জিনিয়ারিং এক মহান পেশা। মহান রাব্বুল আলামিন তার অমর গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, হে বান্দা। আমার সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ফিকির করো, চিন্তা করো, গবেষণা করো। কিছু সময় তুমি ভাবো। তার বদলা হিসাবে তোমাকে দেওয়া হবে প্রচুর ইবাদতের সমান ছোয়াব। ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার মাঝে সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ভাবনার সুযোগ রয়েছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি সেভাবে তার জ্ঞান পেশাকে উন্নত করে তবেই সৃষ্টি জগতে তথা সৃষ্টি কর্তার আনুকূল্য লাভ করবে।

একটি জাতির Victory Day/বিজয় দিবস দীর্ঘ পরিশ্রম ও সাধনার পর অর্জিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। যা আমাদের বিজয় দিবস। বিজয় দিবস আমাদের মাঝে প্রতিবছর ফিরে আসে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে সেই সন্তানদের, মুক্তিযোদ্ধাদের, সৈনিকদের স্মরণ করি। সম্ভ্রম হারা মা-বোনদের স্মরণ করি। যে প্রকৌশলীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জানাই।

আমরা শহীদ প্রকৌশলীদের নাম আইইবি চত্বরের স্থাপনায় খোদাই করে রেখেছি। শহীদদের নামে ভবন তৈরি হয়েছে। আজ আইইবি রমনা চত্বরে ১৫ তলা ভবন, অডিটোরিয়াম, সেমিনার হল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ হয়েছে। সারাদেশে আইইবি কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, ওভারসিজ চ্যাপ্টার। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলেই আমরা আজ দাঁড়াতে পেরেছি। জাতি আজ ৫৫তম বিজয় দিবস পালন করছে। একটু অন্য মর্যাদায়। জাগ্রত দেশ, জাগ্রত জনতা। সর্বদা আজ শুনছি নতুন প্রজন্মের বাণী। কবি সুকান্তের ভাষায়...

"যতদিন দেহে আছে প্রাণ,
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।
এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি।
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"।

২০২৪ এ ছাত্রজনতার আন্দোলন। শহীদ আবরার ফাহাদ, শহীদ আবু সাঈদ। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া ১০ম শ্রেণির ছাত্র শাহরিয়ার খান আনাস। তার লেখা চিঠি মায়ের কাছে। "আমি স্বার্থপরের মতো বসে থাকতে পারি না। আমি যদি ফিরতে না পারি। তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিও"।

আজ শহীদ আনাসের রক্তে, হাজারও রক্তে ভেজা আমাদের বিজয়ী পতাকা। তাই ৫৫তম বিজয় দিবস এক আলাদা মর্যাদায় আসিন। কবি কুসুম কুমারী বলেছেন...

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"।

সেরকম একজন ইঞ্জিনিয়ার কাজের দ্বারা তার অবস্থান প্রকাশ করবে। আমি যখন কমলমতি ছিলাম। ১৮-১৯ বছর বয়স। তখনও আমি বারন্ত ছিলাম। Engineering first year, Drawing class-এ পড়লাম। Drawing is the language of an engineer. একজন প্রকৌশলীর ভাষা হলো নকশা। প্রকৌশলী নকশার দ্বারা তার ভাব প্রকাশ করবে। নকশা একটা কাজ। প্রকৌশলীর ভাবনায় থাকবে কাজ। যা হবে কৌশল মতো। দেশ জাতি, সমাজ উন্নয়নে। প্রকৌশলীকে সৎ ও ত্যাগী হতে হবে। পরিশ্রমী হতে হবে। প্রকৌশলীকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকৌশলীদের হতে হবে শারীরিকভাবে সার্মথ্য এবং সাহসী। পেশার উপর তার উচ্ছলতা থাকবে। কাজকে সে enjoy করবে। শরৎচন্দ্র যেমন তার শ্রীকান্ত উপন্যাসে বলেছেন। যখন শ্রীকান্ত বলেছিল "আচ্ছা ইন্দ্রনাথ দা, তুমি ঐ মরা টা কে ছুলে, সে কোন জাতের মরা, তোমার জাত যাবেনা"। তখন ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আরে বোকা, মরার কি জাত থাকে। এই দেখ আমাদের ডিঙ্গী নৌকাটা। এটা কোন কাঠের তৈরি, তা কি কেউ জানে। আম, জাম যা হোক। এটাতো একটি ডিঙ্গী"। তেমনই একজন প্রকৌশলী তার Institution-এর গর্ব নিয়ে থাকলে চলবে না। তাকে কাজ করে সমাজে ঢুকতে হবে। প্রকৌশলীদের সাধারণ মানুষ তথা সমাজের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে।

২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই আন্দোলনে দেশমাত্রিকা আজ জাগ্রৎ। জাগ্রৎ ছাত্র সমাজ। জাগ্রৎ নারী সমাজ। দিনের আলোতে সবই আজ প্রকাশিত। তরুণদের মনে এক আশা। ১৮ কোটি মানুষের (নারী, পুরুষ) ৩৬ কোটি হাত ৩৬ কোটি পা। আজ প্রকৌশলী সমাজ তথা আইইবিকে ঢাকা রমনা চত্বরে খাঁচা বন্দি থাকলে চলবে না। সামাজিক কার্যক্রম, খাল খনন, পলিথিন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার ইত্যাদি। দেশের আনাচে কানাচে আইইবি, তাদের কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্রের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়াতে হবে। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র শহীদ আবরার ফাহাদ, স্মরণে স্মৃতি বক্তৃতা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ষাট উর্ধ্ব বয়সি প্রকৌশলীদের জন্য প্রতিটা কেন্দ্রে, উপ-কেন্দ্রে সেচ্ছাশ্রমে কাজ করার প্রকল্প গ্রহণ ও তাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২০২৫ সালের Victory Day/বিজয় দিবসে এই হোক প্রকৌশলীদের ভাবনা। আইইবি দেশ গঠনে এগিয়ে আসুক এই কামনা। ■

দেশ গঠনের শপথ

প্রকৌশলী মো. বেলাল সিদ্দিকী , এফ/১৪১৭০

করবো কাজ, গড়বো দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ।
কর্মই হবে জীবনের শপথ,
অলসতার সাথে নয় আপস।

ঘাম ঝরিয়ে গড়বো স্বপ্নের পথ,
পরিশ্রমেই লিখবো আগামী রথ।
প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি শ্বাসে,
দেশগঠনের স্বপ্ন রাখি বিশ্বাসে।

সততার আলো বুকেতে জ্বেলে,
অন্যায়কে রাখবো দূরে ঠেলে।
ন্যায়ের পথে অবিচল বিশ্বাস,
দেশের তরে দেবো শ্রমের নিশ্বাস।

অফিস, মাঠ কিংবা কর্মের স্থান,
সেবাই হবে আমার সম্মানের মান।
জনগণের আশা হৃদয়ে ধরে,
দায়িত্ব পালন করবো নিষ্ঠাভরে।

আমার শ্রমেই শক্তি পাবে দেশ,
আমার কর্মেই উঠবে উন্নতির রেশ।
একটি শপথ অন্তরে রাখি-
করবো কাজ, গড়বো দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ।

Property Valuation in Bangladesh as a Mortgage Instrument: The Engineer's Critical Role

Engr. Mohammad Anwar Hossain, M-52432

In Bangladesh's fast-growing real estate and banking sectors, property valuation has emerged as a cornerstone of mortgage financing. Whether for home loans, commercial investments, or industrial development, banks rely heavily on accurate property assessments before approving credit. At the heart of this process are professional engineers, whose technical expertise ensures that lending decisions are grounded in reality.

Why Property Valuation Matters

When a borrower seeks a loan using land or a building as collateral, financial institutions must determine how much that property is worth. This valuation directly influences the loan amount, typically a percentage of the property's market value. In Bangladesh, lenders are guided by regulations from the Bangladesh Bank, which emphasize risk management and prudent lending practices.

Without proper valuation, banks face the risk of over-lending, while borrowers may either be denied fair access to credit or take on unsustainable debt. Accurate valuation thus serves as a safeguard for both parties.

Engineers at the Center of Valuation

In Bangladesh, property valuation is often conducted by civil engineers enlisted with banks or affiliated with professional bodies like the Institution of Engineers Bangladesh. Their role extends beyond simple estimation—they perform detailed site inspections, analyze construction quality, and evaluate structural integrity.

Engineers also consider factors such as location, accessibility, land classification, and market trends. Their technical training allows them to assess not only the current condition of a property but also its long-term durability and value.

How Valuation Is Done

Valuation in Bangladesh generally combines three approaches. The market comparison method examines recent sales of similar properties in the area. The cost approach calculates the value of land plus construction cost, minus depreciation. For income-generating properties, such as rental buildings, the income approach estimates value based on expected returns.

In practice, engineers often use a hybrid method, balancing these approaches to arrive at a realistic figure.

Market Value vs. Forced Sale Value

A key concept in mortgage valuation is the distinction between market value and forced sale value. Market value reflects the expected price under normal conditions, while forced sale value assumes a quick sale under financial distress. Banks typically lend based on the lower forced sale value to minimize risk, ensuring that the loan can be recovered even in adverse situations.

Documentation and Legal Verification

Valuation is not limited to physical inspection. Engineers also review critical documents such as title deeds, mutation records, and approved building plans. Given the complexities of land ownership in Bangladesh, verifying legal authenticity is an essential part of the process.

Challenges in the System

Despite its importance, property valuation in Bangladesh faces several challenges. There is no centralized database for property prices, making market comparisons difficult. Land records are sometimes inconsistent or disputed, and valuation practices can vary between professionals. These issues can lead to discrepancies in property values, affecting both lenders and borrowers. Experts have long called for standardized guidelines and digital land management systems to improve transparency.

The Way Forward

As Bangladesh's economy continues to expand, the demand for reliable mortgage systems will only grow. Strengthening the valuation process—through better training, regulation, and data availability—will be key to sustaining this growth. Engineers, with their blend of technical knowledge and practical insight, will remain central to this effort. Their role ensures that property valuation is not just a financial exercise, but a disciplined, evidence-based process that underpins trust in the country's banking system. In the evolving landscape of real estate finance, accurate property valuation stands as both a shield against risk and a bridge to opportunity.

Property Valuation as the Backbone of Mortgage Lending

In the banking sector, property valuation is not just a procedural requirement—it is a strategic financial tool. Banks depend on valuation reports to determine how much loan can be safely issued against a property. This forms the basis of the Loan-to-Value (LTV) ratio, which ensures that lending remains within acceptable risk limits.

When valuations are accurate and market-reflective, banks can confidently extend credit, businesses can invest, and individuals can access housing finance. However, if valuations are inflated or inconsistent, it can lead to excessive lending, asset bubbles, and ultimately financial instability.

Link Between Valuation and Economic Stability

Property valuation in Bangladesh is influenced by several economic and structural factors: The Bangladesh Bank serves as the central bank, responsible for maintaining monetary stability, managing foreign reserves, and regulating the financial sector to foster economic growth. The bank has been actively working since 2017 to develop a Residential Property Price Index (RPPI) to better assess risks in the real estate market and its linkages to financial soundness. The Bangladeshi economy has experienced varying growth rates, with GDP increasing by 1.66% to US$ 459 billion in FY24. However, recent data indicates a slowdown in growth to 3.49% for the 2024-2025 fiscal year, transitioning from a frontier to an emerging market status.

A well-functioning valuation system contributes to economic health in several ways:

1. Credit Flow and Investment Growth

Accurate property valuation enables banks to extend loans efficiently. This promotes investment in housing, infrastructure, and commercial development—key drivers of economic growth in Bangladesh.

2. Risk Management in Banking

Proper valuation protects banks from non-performing

loans (NPLs). In the event of borrower default, the bank relies on the collateral's real market value to recover funds. Overvaluation increases the risk of financial loss, weakening the banking sector.

3. Market Transparency and Confidence

Standardized valuation practices improve transparency in the real estate market. This builds trust among investors, developers, and financial institutions, encouraging both domestic and foreign investment.

4. Prevention of Asset Bubbles

Unchecked or manipulated property values can inflate real estate prices beyond their true economic worth. A disciplined valuation system helps prevent such bubbles, safeguarding the broader economy.

Regulatory and Institutional Framework

In Bangladesh, property valuation for mortgage purposes is guided by regulatory and professional standards. The central bank plays a vital role in ensuring financial discipline, while valuers follow both national and international guidelines.

Key frameworks include: Guidelines and supervision by Bangladesh Bank, Compliance with BNBC-2020 for building safety and classification, Adoption of international valuation principles (IVS), Oversight by local development authorities such as RAJUK, CDA, KDA, and RDA. These institutions collectively ensure that valuation practices remain consistent, reliable, and aligned with economic realities.

Common Valuation Approaches Used by Banks

Banks in Bangladesh typically rely on three internationally recognized valuation approaches:

1. Market (Comparative) Approach

This is the most commonly used method, where valuers compare the subject property with recently sold similar properties. It reflects actual market conditions and is widely accepted for residential mortgage valuation.

2. Income Approach

Used mainly for commercial or rental properties, this method evaluates the property based on its income-generating potential. It is particularly relevant for shopping complexes, office buildings, and mixed-use developments.

3. Cost Approach

This method estimates the cost of rebuilding the property, minus depreciation, and adds the land value. It is useful for new buildings or specialized properties where comparable sales data is limited.

Challenges Affecting Economic Health

Despite its importance, the property valuation system in Bangladesh faces several structural challenges: Lack of a centralized and transparent property transaction database, Variations in valuation standards and practices, Influence of informal market pricing, Legal disputes and unclear land ownership records. These challenges can lead to inconsistent valuations, affecting loan quality and increasing systemic risk in the banking sector.

The Way Forward

To strengthen the link between property valuation and economic health, several measures are essential: Development of a national property price database, Digitalization of land records and ownership systems, Standardization of valuation practices across institutions, Continuous training and certification of professional valuers, Stronger regulatory monitoring and compliance enforcement

Conclusion

Property valuation is far more than a technical exercise—it is a critical economic instrument that underpins the mortgage system and supports the entire banking sector in Bangladesh. The health of the economy depends significantly on how accurately and transparently properties are valued.

A robust valuation system ensures prudent lending, reduces financial risk, and promotes sustainable development. As Bangladesh continues its journey toward economic growth, strengthening property valuation practices will be essential to maintaining financial stability and building long-term investor confidence.

মেগা প্রজেক্ট: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (HSIA) এক্সপ্যানশন প্রকল্প

Engr. K. M. Munir Hussain, F/14733

ভূমিকা: Hazrat Shahjalal International Airport বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর। দেশের মূল আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার হিসেবে এটি অর্থনীতি, বাণিজ্য, পর্যটন ও বৈশ্বিক সংযোগের জন্য অপরিহার্য। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বর্ধিত বিমান চলাচলের চাহিদা পূরণ, যাত্রী ও কার্গো সুবিধা উন্নত করা এবং আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠায় নেয়া হয়েছে HSIA এক্সপ্যানশন প্রকল্প (Expansion Project)। এর কেন্দ্রবিন্দু হলো তৃতীয় টার্মিনাল (Terminal-3) নির্মাণ।

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত কয়েক বছর ধরে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি, ব্যবসা পরিদর্শন, প্রবাসী কর্মী, পর্যটক-সব ক্ষেত্রে বিমান চলাচল ক্লান্তিকরভাবে বাড়ছে। এর ফলে পুরাতন টার্মিনাল সক্ষমতা প্রায় ৮ মিলিয়ন যাত্রী প্রতি বছরে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে এতাধিক যাত্রী পরিচালনার চাপ নিচ্ছে। এই চাপ মোকাবেলায় ও ভবিষ্যৎ বিমান চাহিদা মেটাতে সরকারের উদ্যোগে HSIA সম্প্রসারণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

তৃতীয় টার্মিনাল:

প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯

মোট আনুমানিক ব্যয়: প্রায় ২১,৩০০ কোটি টাকা (প্রায় ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থায়ন সহায়তা: Japan International Cooperation Agency (JICA)

ভবনের ডিজাইন

টার্মিনাল-৩ এর স্থাপত্য-পরিকল্পনা করেছেন সুপরিচিত সিঙ্গাপুর ভিত্তিক স্থপতি Rohani Baharin, যিনি আগেও CPG Consultants Pte Ltd-এর পক্ষে সিঙ্গাপুর চাঙি বিমানবন্দরের Terminal-3 ডিজাইন করেন এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বিমানবন্দর পরিকল্পনায় কাজ করেছেন।

নির্মাণ ও অংশীদারিত্ব

- নির্মাণকারী কনসোর্টিয়াম: Aviation Dhaka Consortium (ADC) — Mitsubishi Corporation, Fujita Corporation I Samsung C&T Corporation
- অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার ও Japan International Cooperation Agency (JICA) ঋণের সমন্বয়ে অর্থায়ন।

প্রকল্পের খরচ ও আয়তন

• মোট প্রাক্কলন ব্যয়: প্রায় ২১,৩০০ কোটি টাকা (US$ 2.3 বিলিয়ন)।

• ভবন ও সম্পদ:

➤ মোট এলাকা: ৫৪২,০০০ বর্গ মিটার (মোট কাজ)।

➤ যাত্রী টার্মিনাল: ২৩০,০০০ বর্গ মিটার।

➤ মাল্টি-লেভেল কার পার্কিং: ১,০৪৪ গাড়ির সক্ষমতা সহ টানেল সংযোগ।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুবিধাসমূহ

Passenger Handling (যাত্রী হ্যান্ডলিং)

টার্মিনাল-৩ চালু হলে HSIA-র বার্ষিক যাত্রী পরিচালনার ক্ষমতা প্রায় ৮ মিলিয়ন থেকে প্রায় ২৪ মিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

Cargo Handling (কার্গো)

কার্গো পরিচালনার ক্ষমতা ২০০,০০০ টন থেকে প্রায় ৫০০,০০০ টন/বছর পর্যন্ত উন্নীত হবে।

বহিরাগত সুবিধা ও প্রযুক্তি

টার্মিনাল-৩ হবে আন্তর্জাতিক মানের, যেখানে থাকবে-

➤ প্রায় ১১৫টি চেক-ইন কাউন্টার।

➤ বিবিধ ইমিগ্রেশন টার্মিনাল ও বায়োমেট্রিক/ই-গেট সিস্টেম।

➤ সর্বাধিক ২৬টি বোর্ডিং ব্রিজ (প্রথম পর্যায়ে ১২টি)।

➤ বহু নন-স্টপ কানেকশন ও উন্নত ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং সিস্টেম।

এই উন্নত সুবিধাগুলো যাত্রী অভিজ্ঞতা ও অপারেশনাল কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

মাল্টিমোডাল সংযোগ (Multimodal Connectivity)

নতুন টার্মিনালটি শহরের অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে-

➤ Elevated Expressway (উচ্চপথ)-এর সঙ্গে সংযোগ।

➤ মেট্রোরেল (MRT-5) ও বিমানবন্দর রেলস্টেশনের সঙ্গে টানেল সংযোগ।

➤ হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ টানেল।

PPP ভিত্তিক অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সরকার প্রসারিত অংশের- টার্মিনাল-৩ অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ PPP (Public-Private Partnership) ভিত্তিতে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, যা Operation and Maintenance of 3rd Terminal at HSIA নামে লক্ষ্যমাত্রা চালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পে-

➤ আন্তর্জাতিক মানের অপারেশন নিশ্চিত করা

➤ Ground Handling Ges Cargo Handling-এ দক্ষ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ

➤ প্রাথমিকভাবে RFP (Request for Proposal) প্রক্রিয়া চলছে

➤ সরকারি অনুমোদন পায় ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তে।

এসব উদ্যোগ বিমানবন্দরকে কোনো একক সরকারের নয় বরং একটি আন্তর্জাতিক গুণগত সক্ষমতার সঙ্গে পরিচালিত করে তুলবে।

অবস্থান ও সময়সীমা

প্রকল্পের নির্মাণ বেশিরভাগ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো টার্মিনালটি ২০২৬ ছাড়িয়ে ২০২৭ -এ পর্যন্ত কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত, লগিস্টিক ও অপারেশনাল প্রস্তুতির কারণে।

অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব

Terminal-3 চালু হলে-

➤ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে

➤ বৈদেশিক ব্যবসা, রপ্তানি-আয় ও পর্যটন বিকাশে সহায়তা হবে

➤ আন্তর্জাতিক সংযোগ ও এভিয়েশন সেক্টরে বাংলাদেশ একটি গ্লোবাল হাব হিসেবে গড়ে উঠবে

➤ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে

এই প্রকল্প শুধু বদলাবে বিমানবন্দরের মুখ- বদলাবে দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভাবমূর্তিকেও।

উপসংহার

HSIA Expansion Project – বিশেষত তৃতীয় টার্মিনাল- একটি রূপান্তরমূলক মেগা অবকাঠামো উদ্যোগ, যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মানের নেতৃত্বদায়ী বিমান যোগাযোগ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে। এটি শুধু যাত্রী ও কার্গো ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পর্যটন ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক সেবা ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

"আমাদের রাখাল রাজা"

প্রকৌশলী মো. আশিকুর রহমান এম/ ৪০৪৭২

এই বাংলার আকাশে কিছু নাম নক্ষত্রের মতো জ্বলে থাকে। যারা সময়ের অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথ দেখায়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তেমনই এক নাম। তিনি শুধু ইতিহাসের পাতায় বন্দি কোনো চরিত্র নন, তিনি অনুভূতি, ভালোবাসা, সাহস আর আত্মত্যাগের এক জীবন্ত প্রতীক। তিনি আমাদের রাখাল রাজা। যিনি রাজা হয়েও রাজপ্রাসাদের দূরত্বে থাকেননি, বরং সাধারণ মানুষের হৃদয়ের ভেতরেই নিজের আসন গড়ে নিয়েছিলেন।

একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এই মানুষটির জীবন ছিল সংগ্রামের কবিতা। তাঁর শৈশব ছিল সহজ, স্বপ্ন ছিল বড়, আর লক্ষ্য ছিল একটাই। বাংলাদেশ। সৈনিকের পোশাকে তিনি শিখেছিলেন শৃঙ্খলা, ধৈর্য আর নিঃস্বার্থ ত্যাগ। কিন্তু তাঁর আসল শক্তি ছিল তাঁর অন্তর। যেখানে দেশপ্রেম কোনো স্লোগান নয়, ছিল নিঃশ্বাসের মতো স্বাভাবিক।

১৯৭১। একটি বছর, একটি আগুন, একটি জন্ম। চারদিকে যখন নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল মৃত্যুর ভয়, তখন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে এলো এক বজ্রকণ্ঠ। জিয়াউর রহমানের সেই ঘোষণা ছিল বজ্রপাতের মতো। যা ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। সেই কণ্ঠে ছিল সাহস, ছিল প্রত্যয়, ছিল স্বাধীনতার অমোঘ ডাক। সে দিন বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছিল। এই যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের নয়, এই যুদ্ধ আত্মমর্যাদার।

রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন অগ্রযোদ্ধা। বুলেটের শব্দ, কামানের গর্জন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর চোখে ভয় ছিল না। কারণ তিনি জানতেন। দেশের জন্য জীবন দেওয়া মানেই অমর হওয়া। তাঁর পায়ের নিচে কাঁপত না মাটি, কাঁপত শত্রুর মনোবল। একজন সৈনিক হিসেবে নয়, একজন সন্তানের মতো তিনি মায়ের মাটি রক্ষা করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ছিল ক্ষতবিক্ষত। ভাঙা রাস্তা, ক্ষুধার্ত শিশু, নীরব গ্রাম। সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই জিয়াউর রহমান দেখেছিলেন নতুন দিনের স্বপ্ন। তিনি ক্ষমতায় এসে রাজা হননি, হয়েছিলেন অভিভাবক। তাঁর চোখে ছিল কৃষকের মুখ, শ্রমিকের ঘাম, মায়ের দুশ্চিন্তা, আর তরুণের ভবিষ্যৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন। দেশ গড়ে ওঠে শহরের আলোতে নয়, গ্রামবাংলার মাটিতে।

তিনি হাঁটতেন গ্রামের কাঁচা রাস্তায়, শুনতেন সাধারণ মানুষের কথা। তাই মানুষ তাঁকে ডাকত নিজের মানুষ বলে। রাজনীতির ভাষায় নয়, হৃদয়ের ভাষায় তিনি কথা বলতেন। "বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ" তাঁর দেওয়া সেই দর্শন, যা আমাদের শিখিয়েছে আত্মপরিচয়ের গর্ব। তিনি বলেছিলেন। আমরা মাথা নত করে নয়, মাথা উঁচু করে চলব। আমরা কারও দয়ার উপর নির্ভর করব না, আমরা নিজেদের শক্তিতেই দাঁড়াব।

বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন। ক্ষমতা বন্দুকের নয়, জনগণের। মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর কাছে ছিল পবিত্র। তিনি জানতেন, মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হলে জাতি অন্ধ হয়ে যায়। তাই তিনি খুলে দিয়েছিলেন কথা বলার দরজা, চিন্তার জানালা।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন নিরহংকার। বিলাসিতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। ক্ষমতার মোহ তাঁর চোখ অন্ধ করেনি। তাঁর জীবনযাপন ছিল সাদামাটা, কিন্তু চিন্তা ছিল আকাশসম বিস্তৃত। তিনি প্রতিশোধের রাজনীতি করেননি, করেছেন ঐক্যের আহ্বান। তিনি জানতেন। ভাঙন দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়েই দেশ গড়া যায়।

১৯৮১ সালের সেই কালরাত। বাংলার আকাশ যেন হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। একজন মানুষকে হত্যা করা হলো, কিন্তু একটি আদর্শকে হত্যা করা গেল না। জিয়াউর রহমান শহীদ হলেন, কিন্তু তিনি হারিয়ে গেলেন না। তাঁর রক্ত মিশে গেল এই বাংলার মাটিতে, আর সেই মাটি আরও পবিত্র হয়ে উঠল।

আজও তিনি বেঁচে আছেন। তিনি বেঁচে আছেন সেই কৃষকের প্রার্থনায়, যে মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায়। তিনি বেঁচে আছেন সেই সৈনিকের শপথে, যে দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তিনি বেঁচে আছেন সেই তরুণের স্বপ্নে, যে একটি মর্যাদাশীল বাংলাদেশ দেখতে চায়।

জিয়াউর রহমান আমাদের শিখিয়েছেন। দেশপ্রেম মানে শুধু কথা নয়, ত্যাগ। দেশকে ভালোবাসা মানে নিজের স্বার্থকে পেছনে রাখা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। নেতৃত্ব মানে শাসন নয়, সেবা।

তিনি কোনো মূর্তি নন, তিনি অনুভূতি। তিনি কোনো স্লোগান নন, তিনি বিশ্বাস। তিনি কোনো অতীত নন, তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা। তাই আজও, যতবার বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, ততবার তাঁর নাম নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়।

জিয়াউর রহমান শুধু একজন রাষ্ট্রপতি নন। তিনি সাহসের কবিতা, ত্যাগের ইতিহাস, আর ভালোবাসার এক অবিনাশী নাম। তিনি আমাদের হৃদয়ের রাজা। আমাদের চিরন্তন রাখাল রাজা।

উন্নত জগৎ গঠন করুন
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH
ESTD
1948
বাংলাদেশ
স্থাপিত ১৯৪৮ সাল
আইইবি
বার্তা

আইইবি সদর দফতর

আইইবি এবং বিউবো'র যৌথ উদ্যোগে "ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি, করণীয় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)'র যৌথ উদ্যোগে "ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি, করণীয় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা" শীর্ষক সেমিনার ০৪ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. বিকাল ০৩:০০ টায় ১ নং আব্দুল গণি রোড, বিদ্যুৎ ভবন, লেভেল-১৪, মুক্তি হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মো. আমিনুল হক, সদস্য, প্রশাসন (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জনাব অঞ্জনা খান মজলিশ, সদস্য, অর্থ (যুগ্মসচিব), বাংল াদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, প্রকৌশলী মো. জহুরুল ইসলাম, সদস্য, উৎপাদন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, প্রকৌশলী আ. ন. ম. ওবায়দুল্লাহ, সদস্য, কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, প্রকোশলী মো. আ. বাছিদ, সদস্য, বিতরণ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রাক্তন উপাচার্য চুয়েট ও রুয়েট। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, চেয়ারম্যান, (গ্রেড-১), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি, আইইবি কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দসহ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

"Engineering and Technological Preparedness, Strategic Actions and Long-Term Planning for Earthquake Risk Management: Bangladesh Perspective" & Unveiling of "Green Building Manual."

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে "Engineering and Technological Preparedness, Strategic Actions and Long-Term Planning for Earthquake Risk Management: Bangladesh Perspective" & Unveiling of "Green Building Manual." শীর্ষক সেমিনার ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. বিকাল ০৩:০০ টায় কনফারেন্স হল পিডব্লিউডি ভবন, সেগুনবাগিচা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মো. নজরুল ইসলাম, মাননীয় সচিব, গৃহায়ন ও গর্ণপূত মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রাক্তন উপাচার্য চুয়েট ও রুয়েট। বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), গর্ণপূত বিভাগ, পিডব্লিউডি।

সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি)। Green Building Manual এর মোড়ক উন্মোচন করেন, জনাব মো. নজরুল ইসলাম, মাননীয় সচিব, গৃহায়ন ও গর্ণপূত মন্ত্রণালয়।

উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ প্রকৌশল বিভাগসমূহ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, পিডব্লিউডিতে কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ পালিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইইবি'র পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও পুষ্পস্তবক অর্পণের আয়োজন করা হয়। প্রথম প্রহরে আইইবি'র সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র এবং ঢাকা ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ একযোগে র‌্যালি নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করেন। র‌্যালিটি রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়, যেখানে নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। র‌্যালি ও শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচিতে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী

নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র আইইবি, প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি। অনুষ্ঠানে আইইবি'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যসহ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আইইবি নেতৃবৃন্দ বলেন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করেই আজকের আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলীরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় শহীদদের আত্মত্যাগ জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।

"আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আইইবি"

বিশ্ব প্রকৌশল দিবস-২০২৬ উপলক্ষে WFEO ও UNESCO-এর যৌথ উদ্যোগে এবং PII কর্তৃক আয়োজিত World Engineering Day-2026 শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আইইবি প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

৩-৫ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, 'বালাই কার্তিনি কনভেনশন ও এক্সিবিশন সেন্টার' জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

WED-2026 এর মূল প্রতিপাদ্যঃ

"Smart Engineering for a Sustainable Future Through Innovation and Digitalization." "উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যতের জন্য স্মার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং"

১. ভূমিকাঃ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৯ সালে ঘোষিত একটি আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক দিবস হলো 'World Engineering Day (WED)' বা 'বিশ্ব প্রকৌশল দিবস', যা প্রতিবছর ৪ মার্চ উদযাপিত হয়। The World Federation of Engineering Organizations (WFEO) এবং United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর এই দিবসটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৌশলীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে উদযাপন করা হয়। তারই ন্যায় The Institution of Engineers Indonesia-Persatuan Insinyur Indonesia (PII)-এর আয়োজনে গত ৩-৫ মার্চ ২০২৬ খ্রি. 'বালাই কার্তিনি কনভেনশন ও এক্সিবিশন সেন্টার' জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়ায় এবারের WED-2026 সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং স্মার্ট সিটি গঠনসহ সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি বিশ্বব্যাপী প্রকৌশলী, নীতিনির্ধারক, শিল্পখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষাবিদ এবং তরুণ পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে এক অনন্য বৈশ্বিক মিলনমেলায় রূপ নেয়।

২. The World Federation of Engineering Organizations (WFEO)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ The World Federation of Engineering Organizations (WFEO) হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিশ্বের ১০০-এর বেশি দেশের জাতীয় প্রকৌশল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো প্রকৌশল পেশার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) অর্জনে সহায়তা করা। WFEO বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণ, টেকসই অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য শক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও জ্ঞান বিনিময়কে উৎসাহিত করে। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকৌশল সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নীতি, গবেষণা ও উদ্ভাবনী সমাধান প্রচার, যুবপ্রকৌশলী ও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিশ্ব প্রকৌশল দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রকৌশল সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে আসছে।

৩. আইইবি'র ০৮ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলঃ

১। প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এফ/৩৭০৬, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (হিউম্যান রিসোর্সেস ডেপেলপমেন্ট), আইইবি;

২। প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, এফ/৬৪৫০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার), আইইবি;

৩। প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), এফ/৮৬৫০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি;

৪। প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/৯৭৯৭, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি;

৫। প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, এফ/১৪১৪০, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি;

৬। প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, এফ/১৪১৪৪, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (হিউম্যান রিসোর্সেস ডেপেলপমেন্ট), আইইবি;

৭। প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, এফ/১৪১৪১, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার), আইইবি;

৮। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী সালমা আক্তার, এফ/৯৪১৮, চেয়ারম্যান, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আইইবি।

৪. আইইবি'র প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যঃ

উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আইইবি প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল:

- WFEO ও PII সহ আন্তর্জাতিক প্রকৌশল সংগঠনসমূহের সাথে আইইবি'র সহযোগিতা জোরদার করা।
- টেকসই উন্নয়ন ও ডিজিটাল রূপান্তর বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।
- প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার সুযোগ অনুসন্ধান করা।
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রকৌশল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা।

৫. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সারসংক্ষেপঃ

প্রথম দিনঃ ৩ মার্চ ২০২৬- WFEO Governance and Networking আইইবি'র প্রতিনিধিদল WFEO-এর বিভিন্ন গভর্নেন্স সভা, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং জাকার্তা গভর্নর আয়োজিত নেটওয়ার্কিং সেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও নীতিগত সমন্বয় জোরদারে আইইবি'র জন্য সহায়ক হবে বলে প্রতিনিধিদল মনে করেন।

দ্বিতীয় দিনঃ ৪ মার্চ ২০২৬- High-Level Segment, Strategic and Visionary Focus আইইবি'র প্রতিনিধিদল সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, 'From Innovation to Large-Scale Implementation: Engineers Delivering Real-World Impact', 'Smart Engineering for a Sustainable Future', 'Global Trends on AI for Engineering Applications' সহ মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক এবং উচ্চপর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এসব সেশনে উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে বলে প্রতিনিধিদল মনে করেন।

তৃতীয় দিনঃ ৫ মার্চ ২০২৬- WFEO Work, Technical Depth and Practical Application আইইবি'র প্রতিনিধি দল 'Smart Engineering for Sustainable Infrastructure', 'Integrated Innovative Digital-Green Systems for Economic Growth, Climate Resilience and Disaster Risk Management', 'Digitalization for Productivity and Sustainable Growth', 'Women Engineers Forum' সহ বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন, যা ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে প্রতিনিধিদল মনে করেন।

৬. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আইইবি প্রতিনিধিদলের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকঃ

- The Institution of Engineers Indonesia (PII)-এর প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী এবং UNESCO সেক্রেটারীসহ নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিল সদস্যদের সাথে আইইবি'র প্রতিনিধিদল একটি দ্বিপাক্ষিক সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা/প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিপাক্ষিক সভায় IEB এবং PII-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরসহ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- WFEO সহ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকৌশল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দদের সাথে আইইবি'র প্রতিনিধিদল ধারাবাহিকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

৭. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতে সাফল্য উপস্থাপনঃ WFEO-এর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইন্দোনেশিয়া সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক প্রকৌশল সমাজের অংশগ্রহণকারীদের সম্মুখে বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়। বিশেষভাবে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে পদ্মা বহুমুখী সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি টানেল এবং জলবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়।

একইসঙ্গে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দেশের প্রকৌশলীদের সক্রিয় ভূমিকা আলোকপাত করা হয়। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ প্রকৌশলী তৈরির লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর গৃহীত প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা

উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পেশাগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহও উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতের অগ্রগতি ও সম্ভাবনার একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়।

৮. আইইবি প্রতিনিধি দলের পর্যবেক্ষণ/অভিমতঃ

আইইবি প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন:

● "বর্তমান বিশ্বে প্রকৌশল শুধু প্রযুক্তিগত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন নীতিনির্ধারণ ও বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম"

● "ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রকৌশল প্রয়োগ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়নে"

● "উদ্ভাবনকে বাস্তব প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত করার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা আমাদের দেশের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষণীয়"

● "উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম ও সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে"

● "আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে নেটওয়ার্কিং ভবিষ্যতে সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে"

● "বর্তমানে প্রকৌশলে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রযুক্তি, নেতৃত্ব ও টেকসই উন্নয়ন একসাথে কাজ করছে"

বর্তমান বিশ্বে প্রকৌশল পেশা কেবল প্রযুক্তিগত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে নীতিনির্ধারণ, নেতৃত্ব এবং বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন এখন বৈশ্বিক প্রকৌশল চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করার বিষয়টি আইইবি'র প্রতিনিধিদলের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

৯. অর্জন ও সুফলঃ

● WFEO ও PII সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রকৌশল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আইইবি'র পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

● স্মার্ট ও টেকসই প্রকৌশল সংক্রান্ত বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও উৎকৃষ্ট চর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জিত হয়েছে, যা দেশের প্রকৌশল খাতে প্রয়োগযোগ্য।

● ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে।

● আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আইইবি'র উপস্থিতি, ভাবমূর্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

● জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং প্রকৌশল খাতের টেকসই অগ্রগতিতে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে।

১০. সম্মেলন থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সুপারিশঃ

১। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ: WFEO ও PII সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রকৌশল সংগঠনের সাথে আইইবি'র দ্বিপাক্ষিক সমন্বয় বৃদ্ধি করে যৌথ উদ্যোগ, জ্ঞান বিনিময় ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ করতে হবে।

২। স্মার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার: জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ডিজিটাল সমাধানের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে আইইবি'র উদ্যোগে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম আয়োজন করতে হবে।

৪। তরুণ ও নারী প্রকৌশলীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি: তরুণ ও নারী প্রকৌশলীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইইবি'র বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৫। নীতিনির্ধারণে বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার সংযোজন: আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও প্রকৌশল খাতে পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আইইবি'র পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬। প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়ন: দেশের প্রকৌশল শিক্ষার পাঠ্যক্রম আন্তর্জাতিক মানসম্মত কোর্স ও কারিকুলাম অনুযায়ী আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৭। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধি: দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি খাতে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি সৌর ও বায়ু শক্তি প্রকল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন: দেশের প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে আইইবি কর্তৃক পরিচালিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) কে আন্তর্জাতিকমানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৯। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে কার্যকর প্রকৌশল সমাধান ও নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১০। গবেষণা ও উদ্ভাবনী ফান্ড বৃদ্ধি: প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী

প্রকল্পগুলোর জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ও সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে।

১১। টেকসই ও স্মার্ট অবকাঠামোগত উন্নয়ন: শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে IoT, AI ভিত্তিক স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সর্বোপরি, আইইবি প্রতিনিধিদলের এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে WFEO ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আইইবি'র সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের প্রকৌশল খাতে স্মার্ট প্রযুক্তির প্রয়োগ, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাওয়া গেছে।

১০. উপসংহারঃ

World Engineering Day বা বিশ্ব প্রকৌশল দিবস উপলক্ষে WFEO এবং PII কর্তৃক আয়োজিত WED-2026 শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আইইবি প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এই সম্মেলন থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জাতীয় উন্নয়ন ও টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। বিশেষ করে, এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগের মাধ্যমে একটি National Engineering Policy আপডেট করতে হবে।

৬৫২তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৫২তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ১৪ মার্চ ২০২৬ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ০৩:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, ।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলেরর সদস্যবৃন্দ।

আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি'র যৌথ উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে 'দোয়া ও ইফতার মাহফিল' ১৪ মার্চ ২০২৬ খ্রি. বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় আইইবি প্রাঙ্গণ, রমনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব জাকারিয়া তাহের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। তিনি বলেন, আইইবি'র আয়োজিত পবিত্র মাহে রমজানে দোয়া ও ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আয়োজকদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশের দৃশ্যমান উন্নয়নের কারিগর আমাদের প্রকৌশলী

সমাজ। সড়ক ও সেতু থেকে শুরু করে বড় বড় স্থাপনা নির্মাণে আপনারা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আগামী দিনে একটি উন্নত ও টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে আপনাদের এই বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মীর শাহে আলম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন আমাদের দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরাই সাধারণত ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হিসেবে গড়ে ওঠেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেখানে মেধাক্রমের প্রথম সারিতে না থেকেও অনেকে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে বড় বড় নীতি-নির্ধারণী পদে আসীন হচ্ছেন। ফলে কারিগরি ক্ষেত্রগুলোতে অকারিগরি জনবল পদায়নের কারণে নানা ধরনের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সুষ্ঠু উন্নয়নের স্বার্থে কারিগরি পদে অবশ্যই কারিগরি জনবল পদায়ন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে যে অঙ্গীকার করেছেন, নির্বাচনের কালি শুকানোর আগেই তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সেই ইশতেহারের পূর্ণ প্রতিফলনে এবং একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি পেশাজীবীদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সঠিক স্থানে পদায়ন এখন সময়ের দাবি।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আহম্মদ সোহেল মনজুর, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। তিনি বলেন বিভিন্ন পেশাজীবী এসোসিয়েশন সবসময়ই নানা সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রকৌশলীদের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর বিষয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এগুলো বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় সমাধান দেবেন। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমি সকল প্রকৌশলী ভাই-বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আশরাফ উদ্দিন (বকুল), এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য, নরসিংদী-৫ (রায়পুরা)। তিনি বলেন প্রকৌশলীরা সবসময় অবহেলিত বিগত ১৭ বছর ধরে অবহেলিত ছিল এবং এখনো আছে। ১৭ বছর ধরে যারা আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন তাদেরকে এখন মূল্যায়ন করতে হবে। ফ্যাসিস্ট সময়ে আমাদের প্রকৌশলীরা চাকরি হারিয়েছেন তারা এখন পর্যন্ত নিয়োগ পাইনি। এগুলো উল্লেখ করে তিনি যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম তুহিন, আহ্বায়ক, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এ্যাব)।

তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চান মেধার ভিত্তিতে দেশ গড়তে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, প্রকৌশল খাতের বিশেষায়িত কারিগরি পদগুলোতে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের পরিবর্তে সচিব বা অকারিগরি জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে এবং কারিগরি জটিলতা বাড়ছে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি, মেধার সঠিক মূল্যায়ন এবং কাজের গতিশীলতা নিশ্চিত করতে কারিগরি খাতে প্রকৌশলীদেরই যোগ্য স্থানে পদায়ন করা হোক। তিনি এই বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকৌশলীদেরকে তাদের অবস্থান দেওয়ার জন্য জোরালো আহ্বান জানান।

উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি। তিনি বলেন প্রকৌশলীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আইইবি সর্বদা কাজ করছে শুধু তাই নয় আসলে কি কি কাজ করে সেই সকল বিষয়গুলো তিনি প্রধান অতিথিকে জানানোর জন্য সেমিনারের আয়োজন করার জন্য অঙ্গীকার করে বক্তব্য শেষ করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর মূল শিকড় প্রোথিত ব্রিটিশ শাসনামলে। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালের ৭ই মে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম ছিল ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। সংগঠনটির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হলো ১৯৭৯ সাল।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আইইবি মিলনায়তনটি উদ্বোধন করেন, যা তখন 'জিয়া অডিটোরিয়াম' নামে পরিচিত ছিল। এটি প্রকৌশলীদের মিলনমেলা ও মেধা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে ভূমিকা পালন করে আসছে। আইইবি'র একটি স্বায়ত্তশাসিত ও গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান হলো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি)। প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৪ সালে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার চর বাউশিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৩.৫ একর বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই আবাসিক ট্রেনিং ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও বিশেষ আর্থিক সহযোগিতায় এই নান্দনিক ও আধুনিক শিক্ষাঙ্গনটি গড়ে ওঠে।

উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি এবং সঞ্চালনা ছিলেন, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী খান আতাউর রহমান সান্টু, ভাইস-চেয়ারম্যান ইআরসি, ঢাকা।

উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি,

প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল), ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন, চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ (সেলিম), চেয়ারম্যান, টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান, সম্পাদক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী আলমগীর হাসিন আহমেদ, কেন্দ্রী কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবিসহ প্রকৌশল বিভাগ, আইইবি প্রকৌশল চ্যাপ্টার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি সদর দফতরের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আইইবি সদর দফতরের উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২৬ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সকাল ০৮:৩০ মিনিটে মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে আইইবিতে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এরপর ৮.৪৫ মিনিটে ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এরপর সকাল ৯.৩০ মিনিটে নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করা হয়।

পরবর্তীতে সকাল ১১.০০ টায় মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্রসহ আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগ, আইইবি'র প্রকৌশল চ্যাপ্টারদ্বয়ের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ।

পুরকৌশল বিভাগ

আইইবি পুরকৌশল বিভাগ ও ডুয়েট এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এর সাথে আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Annual Paper Meet, 2026 (APM 2026) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইইবি পুরকৌশল বিভাগ ও ডুয়েট এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এর সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত আলেচানা সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি ও পুরকৌশল বিভাগের সদস্যবৃন্দ।

কৃষিকৌশল বিভাগ

Prospect & Challenges of Solar Irrigation in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কৃষিকৌশল বিভাগরে উদ্যোগে বাংলাদেশের কৃষি খাতে টেকসই জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং ডিজেলনির্ভর সেচ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে **"Prospect & Challenges of Solar Irrigation in Bangladesh"** শীর্ষক সেমিনার ১২ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. রোজ সোমবার, বিকাল ০৫:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এই অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা বা Overcapacity-এর কারণে সরকারকে বিশাল অঙ্কের ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান করতে হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতির ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। পরিস্থিতির উত্তরণে বিদ্যুতের বহুমুখী ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। সৌরবিদ্যুতের প্রসার ঘটাতে এবং সাধারণ মানুষের নাগালে আনতে সোলার প্যানেল আমদানিতে ০% ট্যাক্স বা শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। আমদানি ব্যয় কমলে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়বে, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনবে। সৌর সেচ ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত ডিজেলচালিত সেচ পাম্পের বিকল্প হিসেবে সৌর সেচ সম্প্রসারণ সময়োপযোগী ও অত্যাবশ্যক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. আশরাফুল আলম, সদস্য (যুগ্ম সচিব) নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা), প্রকৌশলী মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং আলমগীর মোর্শেদ, নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইডকল। বক্তারা সৌর সেচ সম্প্রসারণে নীতিগত সহায়তা, অর্থায়ন কাঠামো, প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানগত সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী মো. সারওয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বিএডিসি। প্রবন্ধে তিনি সৌর সেচ কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত চ্যালেঞ্জ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আইইবি। সেমিনারের সমাপনীতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ সরোয়ার মাওলা, ভাইস চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী গোলাম মাওলা, চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী মোঃ বেলাল সিদ্দিকী, সম্পাদক, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে আলোচকগণ বাংলাদেশের কৃষি খাতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও ডিজেল ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন।

১. কৃষি সেচে ব্যবহৃত ডিজেল চালিত পাম্পের পরিবর্তে সৌরচালিত সেচ পাম্প স্থাপনে সরকারি প্রণোদনা, ভর্তুকি ও কর অব্যাহতির পরিধি বৃদ্ধি করা।

২. জাতীয় পর্যায়ে ডিজেল নির্ভর সেচ ব্যবস্থা থেকে সৌর ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩. সৌর সেচ প্রকল্পসমূহে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের পরিমাপযোগ্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪. ডিজেল আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সৌর সেচ ব্যবস্থাকে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

৫. সৌর সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) জোরদার করে দীর্ঘমেয়াদি স্বল্পসুদ অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

৬. কার্বন নিঃসরণ কমাতে কৃষি খাতে নেট জিরো ও গ্রিন এগ্রিকালচার নীতি প্রণয়ন করে সৌর সেচকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রযুক্তি হিসেবে ঘোষণা করা।

৭. সৌর সেচ পাম্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।

৮. সৌর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত ডিজেল ও হ্রাসকৃত কার্বন নিঃসরণ জাতীয় জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা ও এনডিসি (NDC) হালনাগাদে অন্তর্ভুক্ত করা।

টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ

Integrating Artificial Intelligence in Textile Industry Automation শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে Integrating Artificial Intelligence in Textile Industry Automation শীর্ষক সেমিনার ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. বিকাল ০৫:২০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, চেয়ারম্যান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, আইইবি।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের পরিসর দিন দিন দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হচ্ছে। টেক্সটাইল সেক্টরও এর বাইরে নয় আধুনিক অটোমেশন, স্মার্ট মেশিনারি এবং ডেটা-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই খাত ক্রমেই আরও দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। তবে আমাদের দেশের টেক্সটাইল সেক্টরকে সত্যিকার অর্থে উন্নত ও টেকসই করতে হলে শুধু প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নই যথেষ্ট নয়, আমদানিনির্ভরতা কমানো অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে কাঁচামালের একটি বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব, টেক্সটাইল সেক্টরের কাঁচামাল, তুলা, ফাইবার, ইয়ার্ন ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ, দেশীয় পর্যায়ে উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কাঁচামালে স্বনির্ভরতা অর্জন করা গেলে উৎপাদন খরচ কমবে, সরবরাহ ব্যবস্থা আরও স্থিতিশীল হবে এবং শিল্পখাতের সামগ্রিক সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে টেক্সটাইল শিল্পে টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে আরও শক্তিশালী অবদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শেখ মো. মমিনুল

আলম, বিভাগীয় প্রধান, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণ, বুটেক্স। তিনি বলেন, টেক্সটাইল সেক্টরের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পাট ও সুতা। টেক্সটাইল শিল্পে পাটের ব্যবহার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহন করে আসছে, আর গার্মেন্টস শিল্পে সুতার ভূমিকা অপরিসীম। এই দুইটি কাঁচামালই আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়, যা টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতের জন্য একটি বড় সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে বাস্তবতা হলো, দেশীয় উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আমাদের চাহিদার প্রায় অর্ধেক সুতাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব, দেশীয় সুতা উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো জরুরি। একই সঙ্গে পাট ও সুতাভিত্তিক শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন ঘটানো গেলে টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাত আরও শক্তিশালী ও টেকসই রূপ লাভ করবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। তিনি বলেন, আমরা গবেষণা করছি, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এখনো বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে না। ব্যতিক্রম হিসেবে কেবল কৃষি খাতেই গবেষণার ফলাফল মাঠপর্যায়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে শিল্পখাতে পরিচালিত অধিকাংশ গবেষণা সেমিনার পেপার, প্রবন্ধ কিংবা উপস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, বাস্তব কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে না, কিংবা প্রয়োগের উদ্যোগও খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে গবেষণা ও শিল্পখাতের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন গড়ে তোলা জরুরি। গবেষণাকে কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রয়োগযোগ্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত। গবেষক, প্রকৌশলী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা এগিয়ে আসুন। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে গবেষণাকে বাস্তবমুখী ও শিল্পবান্ধব করে তুললে দেশীয় শিল্পখাতের টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে টেক্সটাইল শিল্পের যাত্রা শুরু হয় আশির দশকে। শুরু থেকেই এই খাতের অগ্রযাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করেছে ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যারা সময়োপযোগী আধুনিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন, তারা ধারাবাহিকভাবে উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। অপরদিকে, যারা এখনো প্রচলিত বা ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছেন, তারা পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ও বাজারচাহিদার সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। বর্তমান বাস্তবতায় টেক্সটাইল খাতকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করতে হলে সরকারকে সুস্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাবনা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। কোনো টেক্সটাইল প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার তখনই আগ্রহী হবে, যখন তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান হবে। টেক্সটাইল খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করার সময় সম্ভাব্য লাভ, রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানিনির্ভরতা হ্রাস এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তবেই সরকার এ খাতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। তিনি বলেন, বর্তমান সময়োপযোগী একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সেমিনার আয়োজন করার জন্য টেক্সটাইল প্রকৌশল বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রধান লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো প্রকৌশলীদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতায় টেক্সটাইল প্রকৌশল বিভাগ ইতোমধ্যে বিভিন্ন সময়োপযোগী সেমিনার ও ট্রেনিং আয়োজন করে আসছে, যা প্রকৌশলীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতেও প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে টেক্সটাইল প্রকৌশল বিভাগ আরও বেশি সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে, এমনটাই আমরা আশাবাদী। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি এবং প্রকৌশলী মো.শামসুজ্জামান (সিআইপি), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মাইক্রো ফাইবার গ্রুপ। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী মোস্তফা-ই-জামান (সেলিম), সম্পাদক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, আইইবি।

উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার আইইবি

Equality in the Workplace for Engineers Human Rights, Gender-Based Violence and Justice শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের উদ্যোগে Equality in the Workplace for Engineers Human Rights, Gender-Based Violence and Justice শীর্ষক সেমিনার ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. দুপুর ২:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে আজও একটি কন্যা শিশু জন্ম নেবার পর থেকেই নানাভাবে মানসিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়। অথচ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই চিন্তাধারার পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে পুত্র সন্তানদের বেশি মূল্যায়ন করা হয়। অনেক বাবা-মা মনে করেন, শেষ বয়সে পুত্র সন্তানই তাদের একমাত্র আশ্রয় হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র প্রায়ই ভিন্ন। দেখা যায়, বিপদের সময় বা বাবা-মায়ের অসুস্থতায় কন্যারা যতটা সেবা ও মমতা দিয়ে পাশে দাঁড়ায়, অনেক ক্ষেত্রে পুত্ররা তা পারে না। তাই সন্তানকে 'ছেলে' বা 'মেয়ে' হিসেবে না দেখে 'মানুষ' হিসেবে দেখা উচিত। বৈষম্য বজায় রেখে কখনোই সমাজে সমতা আনা সম্ভব নয়। একটি কন্যা শিশু যখন বাইরে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং (Bullying) বা হেনস্তার শিকার হয়, তখন সে প্রথম আশ্রয় খোঁজে তার মায়ের কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের সমাজে মায়েরা অনেক সময় প্রতিকার না করে উল্টো সন্তানকে 'চুপ' করিয়ে দেন। এই চুপ করিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি ভবিষ্যতে ওই শিশুটিকে মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে। আমাদের উচিত শিশুদের প্রতিবাদ করতে শেখানো, ভয় পেতে নয়। নারীরা যখন কোনো বড় ধরনের হ্যারাসমেন্ট বা নির্যাতনের শিকার হন, তখন পরিবার ও সমাজ থেকেই তাদের আইনি ব্যবস্থা নিতে নিরুৎসাহিত করা হয়। 'লোকলজ্জা' বা 'ঝামেলা' এড়ানোর দোহাই দিয়ে অপরাধীকে পার পাইয়ে দেওয়া হয়। অথচ উন্নত বিশ্বে অপরাধের হার কম কারণ সেখানে আইনের শাসন কঠোর এবং প্রতিকার দ্রুত মেলে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে অপরাধ বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং ভুক্তভোগীর মুখ বন্ধ রাখা। বর্তমানে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নারীর সংখ্যা বেশি। এটিই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে নারীর ভূমিকা কতটা শক্তিশালী হতে পারে। নারীরা যেভাবে তাদের বাবা বা ভাইকে বিশ্বাস করেন এবং ভয় পান না, ঠিক একইভাবে বাইরের জগতের ভয়কেও জয় করতে হবে। আত্মবিশ্বাসই হতে পারে শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-র উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার শুরু থেকেই তাদের ভিন্নধর্মী ও গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র প্রমাণ করে আসছে। অন্যান্য প্রকৌশল বিভাগ বা চ্যাপ্টার যখন কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার কাজ করছে নারী প্রকৌশলীদের পেশাগত উৎকর্ষ এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার মতো স্পর্শকাতর কিন্তু অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত আইন থাকা সত্ত্বেও তার সঠিক প্রয়োগের অভাবে অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে।

উন্নত দেশগুলোতে আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে অপরাধের হার তুলনামূলক কম। অথচ বাংলাদেশে নারীদের ওপর হওয়া হেনস্তার (Harassment) ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা নীরব থাকেন। আর যারা সাহস করে আওয়াজ তোলেন, তারা দীর্ঘসূত্রিতার জালে আটকা পড়েন। আইনের নানা ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধীরা বেরিয়ে যাওয়ার ফলে বিচারহীনতার এক নেতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বড় ধরনের কোনো অপরাধ বা ইস্যু তৈরি হলে তার বিচার পেতে বছরের পর বছর লেগে যায়। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভুক্তভোগী নারীর মানসিক অবস্থাকে আরও বিপর্যস্ত করে তোলে এবং সমাজে ভুল বার্তা দেয়। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা না গেলে হ্যারেসমেন্টের মতো অপরাধ কমানো সম্ভব নয়। বর্তমানে নারীরা কর্মক্ষেত্রে অংশ নিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের সংখ্যা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের চেয়ে কম। যারা কাজ করছেন, তাদের একটি বড় অংশ কর্মস্থলে নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক হেনস্তার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে প্রকৌশল পেশার মতো চ্যালেঞ্জিং ক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান বজায় রাখা এখন সময়ের দাবি। আজকের এই সেমিনার থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রস্তাবনাগুলো একটি সমন্বিত

সুপারিশমালা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এই সুপারিশমালা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান তমাল, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। তিনি বলেন, আইইবি উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার দেশের নারী প্রকৌশলীদের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারী প্রকৌশলীদের এই অগ্রযাত্রায় আইইবি সবসময় পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। নারী প্রকৌশলীরা যাতে কর্মক্ষেত্রে আরও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং মনোযোগের সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে আইইবি-তে একটি আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই পদক্ষেপ নারী প্রকৌশলীদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হবে। আজকের সেমিনারের বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত। আমি আশা করি, এই আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসা দিকনির্দেশনা আমাদের নারী প্রকৌশলীদের আগামীর পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারে আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানি-পরবর্তী প্রতিকার ও করণীয় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তবে আমি মনে করি, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ উপায়। নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের শুরুটা হতে হবে আমাদের নিজেদের ঘর থেকে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই শেখাই যে, তার নারী সহপাঠী বা সহকর্মীর সাথে কেমন আচরণ করতে হয় এবং কীভাবে নারীকে সম্মান দিতে হয়, তবেই ভবিষ্যতে একটি সুস্থ সমাজ গড়া সম্ভব। একজন সুশিক্ষিত সন্তানই ভবিষ্যতে একজন শ্রদ্ধাশীল সহকর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে। পাশাপাশি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যখন কর্মক্ষেত্রে কোনো নারী নিজেকে নিরাপদ মনে করবেন, তখনই তিনি তার মেধা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাতে আগ্রহী হবেন। আসুন, আমরা কেবল আইন দিয়ে নয়, বরং নৈতিকতা এবং সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে নারী প্রকৌশলীদের পথচলা আরও সুগম করি।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি বলেন, নারী প্রকৌশলীদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা আইইবি-তে একটি 'অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট সেল' গঠন করা হবে। প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়ায় বা কোর্ট থেকে হ্যারাসমেন্টের বিচার পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী এবং জটিল হয়ে পড়ে। শুধু সেল গঠন বা কঠোর আইন দিয়েই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এর প্রকৃত প্রতিকার লুকিয়ে আছে আমাদের পারিবারিক শিক্ষায়। আমাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই শেখাতে হবে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন। পরিবার থেকে পাওয়া এই নৈতিক শিক্ষাই পারে ভবিষ্যতে একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে। এছাড়া, নারী প্রকৌশলীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ আরও সহজ করতে এবং তাঁদের সন্তানদের কথা বিবেচনায় রেখে আইইবি-তে একটি আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের প্রকৌশল খাতের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক দিক। নারী প্রকৌশলীদের এই অগ্রযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে আইইবি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক প্রকৌশলী লুবনা জাহান, জেলা ও দায়রা জজ, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিচার বিভাগ। তিনি Equality in the Workplace : Human Rights, Harassment, GBV/OGBV and Justice বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক মিস নুসরাত জাহান মুক্তা, পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ। Equality in the Workplace : Human Rights, Harassment, GBV/OGBV and Justice- A Law Enforcement perspective from Bangladesh বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও

আন্তর্জাতিক) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাওসার, ডিজিএম, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি, প্রকৌশলী শাহানাজ শারমীন, চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার এবং প্রকৌশলী নাজনীন আক্তার, পরিচালক, সোলারিক গ্রুপ।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী শাহানাজ শারমিন, চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী ইশরাত জাহান, সম্পাদক, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা, ভাইস-চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি।

International Womens Day-2026 উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ০৮ মার্চ ২০২৬ খ্রি. রোজ রবিবার, বিকাল ৩:০০ টায়. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় ‘International Womens Day-2026’ উদযাপন করা হয়। International Womens Day-2026 (আন্তর্জাতিক নারী প্রকৌশলী দিবস) উপলক্ষে একটি র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। তিনি উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও অতিথিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, নারীরা আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছেন, তা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ফসল। আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীদের যেমন নানা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়, পরিবারেও ঠিক তেমনি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আজও আমাদের সমাজে পুরুষের প্রাধান্য অনেক বেশি। এমনকি একটি পরিবারে যদি দুজন সন্তান থাকে এবং তাদের একজন মেয়ে হয়, তবে দেখা যায় সেই পরিবারটি মেয়ের চেয়ে ছেলের সুযোগ-সুবিধা ও মতামতের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার আইইবিতে নতুন হলেও তারা কয়েকটি অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করেছেন। উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার’কে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গিকার করেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য 'উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৬৮ সালে বুয়েটে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির মাধ্যমে প্রকৌশল শিক্ষায় নারীদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার দিক থেকে নারীরা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে নারী প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনা করছেন। তবে এই সাফল্যের বিপরীতে চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ নয়। কর্মক্ষেত্রে নারী প্রকৌশলীরা এখনো বিভিন্নভাবে লাঞ্ছনা ও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতির প্রতিকার হিসেবে তিনি আইইবি’তে একটি শক্তিশালী 'Anti-Harassment' কমিটি গঠন করার অঙ্গিকার করেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইইবি মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন মিসেস মুসলিমা খন্দকার। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অত্যন্ত সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য 'উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার'-এর সম্পাদক প্রকৌশলী ইশরাত

জাহান'কে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নারীদের অধিকার আদায় এবং তাঁদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শিক্ষিত নারীর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেন "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি মেধাবী ও উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষিত মায়ের কোনো বিকল্প নেই। একটি পরিবারকে সুন্দর ও সার্থকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি নারীর ভূমিকার পাশাপাশি পুরুষের সহযোগিতার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একটি সুন্দর পরিবার ও সমাজ নিশ্চিত করতে পারে।

আলোচনা সভায় উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী শাহনাজ শারমিন বলেন, আজ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। যদিও বিশ্ব পুরুষ দিবস রয়েছে, তবে নারী দিবস পালনের মূল তাৎপর্য হলো নারীদের বিশেষ সম্মান জানানো এবং তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার পথে উৎসাহ প্রদান করা। বর্তমানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ থেকে শুরু করে চিকিৎসা ও রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাঁদের মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। কোনো বাধাই আজ আর নারীদের দমাতে পারছে না, বরং প্রতিকূলতা জয় করে তাঁরা নিজেদের মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষিত নারী শুধু একটি পরিবারের ভিত্তি নয়, বরং রাষ্ট্রের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। কারণ একটি শিক্ষিত পরিবার যেমন সমাজকে বদলে দেয়, তেমনি একটি শিক্ষিত নারী সমাজই পারে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে।

আলোচনা সভায় উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের সম্পাদক, প্রকৌশলী ইশরাত জাহান, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সহকর্মী এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। তিনি বলেন, আজ আমরা একত্রিত হয়েছি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন উদযাপন করতে—International Womens Day বা আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯১৩/১৪ সালের ৮ মার্চ প্রথম নারী দিবস পালন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ৮ মার্চ সারা বিশ্বে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। নারীদের অবদান, সংগ্রাম, অধিকার এবং সাফল্যকে সম্মান জানাতে দিবসটি পালিত হয়। সমাজ, পরিবার, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং নেতৃত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাদের মেধা, পরিশ্রম এবং সাহস আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের এই দিনে আমরা শুধু নারীদের সাফল্য উদযাপনই করি না, বরং তাদের সমান অধিকার, নিরাপত্তা এবং সম্মানের বিষয়েও নতুন করে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি। কারণ একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার জন্য নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, মিসেস ডা. ফিরোজা মুশিরা, সহকারী সদস্য-সচিব, মহিলা কমিটি, আইইবি। এছারাও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্রসহ, আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগের নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ও উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের সদস্যবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে নারী প্রকৌশলীদের এবং আইইবি'র মহিলা কমিটির সকল'কে কার্ড, ফুলের তোড়া এবং চকলেট দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী শাহানাজ শারমিন, চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। আলোচনা সভায় সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী ইশরাত জাহান, সম্পাদক, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। আলোচনা শেষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শাহানাজ শারমিন, চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা, ভাইস-চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি, প্রকৌশলী ইশরাত জাহান, সম্পাদক, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থার নারী প্রকৌশলীবৃন্দ।

ঢাকা কেন্দ্র

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি., শনিবার, রাত ১.৩০ মিনিটে (২০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২.০১ মি. একুশের প্রথম প্রহরে) প্রকৌশলীদের পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে সকল ভাষা সৈনিক ও ভাষা শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সকল ভাষা শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া করা হয়।

দোয়া ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে ১৪ মার্চ, ২০২৬ খ্রি., শনিবার, বিকাল ৪:০০ টায়, আইইবি প্রাঙ্গণে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জনাব জাকারিয়া তাহের, এমপি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মীর শাহে আলম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব আহম্মদ সোহেল মনজুর, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকৌশলী মো. আশরাফ উদ্দিন (বকুল), মাননীয় সংসদ সদস্য, নরসিংদী-৫ এবং প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম তুহিন, আহ্বায়ক, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এ্যাব)।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদযাপন

আইইবি সদর দফতর এবং ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২৬ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সকাল ০৮:৩০ মিনিটে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে আইইবিতে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ৮.৪৫ মিনিটে ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়।

এরপর সকাল ৯.৩০ মিনিটে নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করা হয়। পরবর্তীতে সকাল ১১.০০ টায় মহান

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে আলোচনা, মিলাদ ও ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ মার্চ, ২০২৬ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা, মিলাদ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ০৮ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব এরশাদ উল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সিডিএর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম বিভাগ এর সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলম, দি ফোরাম অব ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম এর সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মোমিনুল হক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব জাহিদুল করিম কচি, সম্মানিত অতিথি হিসেবে আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার।

ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, স্বাগত বক্তব্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব এরশাদ উল্লাহ, এমপি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের ফ্যাসিস্ট সরকারের ফ্যাসিবাদীর কবল থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ দেশ মুক্ত হয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিশাল জয় হয়েছে, এজন্য তিনি আপামর জনগণকে ধন্যবাদ জানান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এর দক্ষ নেতৃত্ব দেশ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বর্তমানে জ্বালানী তেলের বাজারে অস্থিরতার সৃষ্টি হলেও দেশে বর্তমানে জ্বালানী তেলের কোন সংকট নেই উল্লেখ করে সকলকে ধৈর্য্যের সহিত সংকট মোকাবেলার আহবান জানান।

ইফতার মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত করেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দেশ জাতি, মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং আইইবি'র উন্নয়ন কামনা করে বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন। সমাপনী বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ প্রকৌশলী ও প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যদের আন্তরিকভাবে কেন্দ্রের কাউন্সিল, নির্বাহী কমিটি ও ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্র হতে অনুদান হিসাবে চুয়েট যন্ত্রকৌশল বিভাগের ৮ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, CUET Schrodinger's Society এর উদ্যোগে CUET Integration Bee-2025 উপলক্ষে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ও প্রকৌশলী শফিউল্লাহ, এম-২৪৮০৪ এর চিকিৎসা সহায়তা ২ (দুই) লক্ষ টাকার মধ্যে দ্বিতীয়বার ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়। চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকগণ, কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহীবৃন্দ ও কাউন্সিল সদস্যগণসহ প্রায় ২ (দুই) হাজার প্রকৌশলী তাদের পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ, ২০২৬) মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একগুচ্ছ কর্মসূচি পালন করা হয়। সকালে আইইবি ভবনের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে প্রকৌশলী সদস্যদের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর

সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা আমাদের গর্ব। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও বাঙালি জাতি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারেনি। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। বিগত ১৭ বছর সরকারের আমলে বিভিন্ন শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দেশকে এক অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে গেছে। এরফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও মানুষের অধিকার আদায়ে ব্যহত হয়। তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই মিলে দেশকে এগিয়ে নিতে সকলের নিকট আহ্বান জানান।

কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে সমগ্র জাতির উপর গণহত্যা শুরু করেন। তখন দিশাহীন জাতিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর অবদান স্মরণ করে স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. নুরুল আলম, প্রকৌশলী মো. দুলাল হোসেন, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী সরকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আজম, প্রকৌশলী এইচ এম রফিকুন্নবী, প্রকৌশলী সুজিত কুমার নন্দী, সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, সিনিয়র প্রকৌশলী পরিমল চন্দ্র পাল, প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেন ও প্রকৌশলী শাহে আরেফিনসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

সবশেষে চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের মাঝে উৎসাহ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী কেন্দ্র

সদ্য প্রায়ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ শনিবার, বাংলাদেশের তিন বারের সফল প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও প্রায় আট শতাধিক বিভিন্ন শ্রেণি পেশার দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শাহ্ খালেদ হাসান চৌধুরী পাহিন, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান মনির এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সন্মানী সম্পাদক ড. প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম সরকার। অনুষ্ঠানে রাজশাহীর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তরজমার করেন মো. রফিকুল ইসলাম, পেশ ইমাম, বরেন্দ্র জামে মসজিদ, রাজশাহী। উপস্থাপক হিসেবে ছিলেন, প্রকৌশলী ড. মো. রবিউল ইসলাম সরকার, এফ/১৪৬৬৪, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, এফ/১০২৪৫, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র। আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা বক্তব্যে বলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) শুধু পেশাজীবীদের জন্য নয়, দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শীতবস্ত্র বিতরণের মতো উদ্যোগ তাদের মানবিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। এসব কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীরা। পরবর্তীতে প্রায়ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং শীতার্ত মানুষদের মাঝে ৮৪০ টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ২১/০২/২০২৬খ্রি. তারিখ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখ রাত ০০:০১ মিনিটে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) প্রকৌশলী সদস্যদের কালো ব্যাজ ধারণ ও রুয়েট শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আইইবি ভবন চত্ত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ (এফ/৭৪৬৪), ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির (এফ/১০২৪৫), ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পিএন্ডএসডব্লিউ) এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী ড. মো. রবিউল ইসলাম সরকার (এফ/১৪৬৬৪), রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস. এম. আব্দুর রাজ্জাক সহ উক্ত কেন্দ্রের শতাধিক প্রকৌশলী।

রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও ইফতার

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রাজশাহী কেন্দ্রের দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠান ৭ মার্চ ২০২৬ খ্রি. কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রের কনফারেন্স রুমে, অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান এনডিসি, (অতিরিক্ত সচিব), নির্বাহী পরিচালক, বিএমডিএ, সদর দপ্তর, রাজশাহী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আইইবির সম্পাদক প্রকৌশলী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম সরকার। দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুই শতাধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রাজশাহী কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎযাপিত হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রাজশাহী কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করা হয়।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, এফ/৪৫২০ এবং আইইবির পতাকা উত্তোলন করেন প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান মনির, এফ/১০২৪৫, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পিএন্ডএসডব্লিউ), অতঃপর

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সরদার আনিছুর রহমান রানা, পরবর্তীতে সকাল ১০:০০ টায় রুয়েটের শহীদ মিনারে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ (এফ/৭৪৬৪), ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী ড. মো. রবিউল ইসলাম সরকার (এফ/১৪৬৬৪), রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এসএম আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. নিয়ামুল বারী, প্রকৌশলী মখলেসুর রহমান, প্রকৌশলী মো. শেখ কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. বরকত হোসেন মোল্লা, প্রকৌশলী আব্দুল্লা হিস সাফী, প্রকৌশলী মো. শরিফুল হক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এইচ এম রাসেল, প্রকৌশলী মো. মোর্শেদ মাহমুদ চৌধুরী, প্রকৌশলী মো. জোনায়েদ আহমেদ, প্রকৌশলী শিব্বির আহমেদ, প্রকৌশলী এটি এম মাহফুজুর রহমান, প্রকৌশলী ইলিয়াস বিন কাসেম, প্রকৌশলী কাজী সালেহ আহসান, প্রকৌশলী মো. সিফাত উল্লাহ, প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. এনামুল হক, প্রকৌশলী মো. ইদ্রিস আলী সরকার, প্রকৌশলী মো. কুতুবউদ্দীন, প্রকৌশলী এ কে এম ওবাইদুল্লাহ, প্রকৌশলী জিন্নুরাইন খান, প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান, প্রকৌশলী মো. মাহবুব আলম, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ সহ কেন্দ্রের প্রায় শতাধিক প্রকৌশলী।

কুমিল্লা কেন্দ্র

কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে "Cybersecurity Awareness in the Context of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর এবং কুমিল্লা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'Cybersecurity Awareness in the Context of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. সন্ধ্যায় কুমিল্লা কেন্দ্রের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন ও আপোষহীন নেত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এবং রাজউক এর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সভাপতিত্ব করেন আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধি করেছেন আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল-হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, আইইবি'র কম্পিউটারকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ ময়েন উদ্দিন, সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশেম, কুমিল্লা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিউল আলম এবং প্রবন্ধ উপস্থাপক কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান এবং কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধানসহ প্রকৌশলীগণ, আগত অতিথি, ইঞ্জিনিয়ার্স লেডিস ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং প্রকৌশলীদের সন্তানগণসহ আনুমানিক তিন শতাধিক প্রকৌশলী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মুহম্মদ সাইদুর রহমান ও আইইবি কম্পিউটারকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশেম। ড. প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান তার প্রবন্ধে সাইবার সিকিউরিটির মতো একটি জটিল ও সমসাময়িক বিষয়কে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। আমাদের দৈনন্দিন ডিজিটাল জীবনে আমরা অজান্তেই যেসব নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করি, তিনি সেগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমাধানের কার্যকর পথ দেখিয়েছেন। বক্তব্যের শুরুতেই প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) অত্র

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক সহ সকল'কে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী এবং সময়োপযোগী সেমিনার আয়োজন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কুমিল্লা কেন্দ্র বর্তমানে অত্যন্ত গতিশীল ও দুর্দান্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কুমিল্লা কেন্দ্রের সৃজনশীল ও পেশাগত কার্যক্রম প্রকৌশলী সমাজের জন্য অনুকরণীয়। তিনি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় সাইবার সিকিউরিটি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আমরা সোশ্যাল মিডিয়া যত কম ব্যবহার করব, ব্যক্তিগত জীবনে ততটাই ভালো ও নিরাপদ থাকব। সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মেধা ও নৈতিকতা রক্ষায় তরুণ সমাজকে স্ক্রিন-টাইম কমানোর পরামর্শ দেন। বর্তমান সময়ে মানুষ ভার্চুয়াল জগতে সময় দিতে গিয়ে নিজের পরিবার ও পরিজনকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে না। ফলে পারিবারিক ও আত্মিক বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আইইবি, কুমিল্লা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রকৌশলীদের বিভিন্ন খেলা, বাচ্চাদের খেলা এবং মহিলাদের (ইলেকা সদস্য) খেলায় চ্যাম্পিয়ন, রানার্স আপ ও ৩য় স্থান বিজয়ী গণকে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ার্স লেডিস ক্লাবের সকল সদস্যকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়।

প্রধান অতিথি আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এবং রাজউক এর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) কুমিল্লা কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে আইইবি'র কার্যক্রমে অবদান রাখার জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এবং রাজউক এর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে তিনি আইইবি'র সদর দফতর ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্র থেকে আগত অতিথিদের নিকট অত্র কেন্দ্রে বিভিন্ন সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ যাবতীয় মেরামত, সংস্কার এবং উন্নয়নমূলক সকল কর্মকাণ্ড সুন্দর, সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য এবং অত্র কেন্দ্রকে সামনের দিকে আরও দুর্বার গতিতে এগিয়ে নেয়ার জন্য সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপক ড. প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান'কে সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে সুন্দর ও সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকল প্রকৌশলীকে বর্তমান ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দেন। ঢাকা থেকে আগত সকল অতিথি, ইলেকা কমিটির সদস্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ আয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীসহ উপস্থিত সকল প্রকৌশলীগণকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ডিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কুমিল্লা কেন্দ্র-এর উদ্যোগে ০৮ মার্চ ২০২৬ খ্রি. তারিখে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক জনাব মো. শাহ আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ ফিরোজ করির, প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা এবং মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা।

সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক। ইফতার মাহফিলে দুই শতাধিক প্রকৌশলী ও আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশবাসীর কল্যাণ ও সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কুমিল্লা কেন্দ্র-এর উদ্যোগে ২৬ মার্চ ২০২৬ খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষরোপণ ও শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী

মো. সাইদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শাহাবুদ্দিন, কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী শাহিনুর ইসলাম, কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী ইয়াসিনুর রহমান, কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী উজায়ের আহমেদ, কাউন্সিল সদস্য, প্রকৌশলী মাহবুব আলম, সদস্য, প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, সদস্য, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সদস্য, প্রকৌশলী আব্দুস সালাম, সদস্যসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক দেশের স্বাধীনতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন, স্বাধীনতা কি জিনিস তা ফিলিস্তিনের সাথে তুলনা করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন আমাদের প্রত্যেকের আংগিনায় কমপক্ষে ১০০ টি করে গাছ লাগিয়ে পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে হবে।

আশুগঞ্জ কেন্দ্র

আশুগঞ্জ কেন্দ্রের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) আশুগঞ্জ কেন্দ্রের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ১১ মার্চ ২০২৬ খ্রি. তারিখে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের পাওয়ার প্ল্যান্ট ট্রেনিং সেন্টারের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সেন্টারের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ২০০ জন প্রকৌশলী এবং ৪০ জন স্থানীয় এতিম শিশু অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত অগ্রগতি বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও দক্ষতার সঙ্গে পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় কারিগরি দক্ষতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রকৌশলী মো. মাহমুদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইইবি আশুগঞ্জ কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এমরান হোসেন, আশুগঞ্জ কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আব্দুল মমিন তালুকদার, প্রকৌশলী হাসান ফেরদৌস এবং প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

খুলনা কেন্দ্র

খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৪ মার্চ ২০২৬ খ্রি. বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় সোনাডাঙ্গাস্থ আইইবি খুলনা কেন্দ্রে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু, প্রশাসক, সিটি করপোরেশন খুলনা।

উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ড. প্রকৌশলী খন্দকার আফতাব হোসাইন, চেয়ারম্যান, খুলনা কেন্দ্র, আইইবি এবং সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম (জুয়েল) সম্মানী সম্পাদক, খুলনা কেন্দ্র, আইইবি। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে তিন শতাধিক প্রকৌশলীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এছাড়াও আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের আয়োজন পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও পেশাগত বন্ধন সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী (১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি.) ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ড. প্রকৌশলী খন্দকার আফতাব হোসাইন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ড. প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), খুলনা কেন্দ্র, আইইবি, ড. প্রকৌশলী এম. এম. এ. হাশেম, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পিএন্ডএসডব্লিউ), খুলনা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম (জুয়েল) সম্মানী সম্পাদক, খুলনা কেন্দ্র, আইইবিসহ খুলনা কেন্দ্রের কাউন্সিল মেম্বার ও প্রকৌশলীবৃন্দ।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ৭ মার্চ দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আব্দুল আউয়াল এবং সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহা তৌহিদুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী আব্দুল হালিম প্রকৌশলী ডঃ এ কে এম আদহাম, প্রকৌশলী এস এম ইকবাল ,প্রকৌশলী সাজ্জাদ হায়দার খান, প্রকৌশলী এনামুল হক, প্রকৌশলী ডঃ দ্বীন ইসলাম প্রকৌশলী রুস্তম আলী প্রকৌশলী মোখলেস তালুকদার ,প্রকৌশলী সুব্রত রায় সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলী এবং অতিথিবৃন্দ ।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ মার্চ ২০২৬ খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শহীদ বীরদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ময়মনসিংহ কেন্দ্র উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সদরের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ, উপস্থিত ছিলেন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রকৌশলী গোলাম হায়দার তালুকদার, প্রকৌশলী এস এম ইকবাল , প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ, প্রকৌশলী সুব্রত রায় প্রকৌশলী মোখলেস তালুকদার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী বৃন্দ।

যশোর কেন্দ্র

যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. রোজ শনিবার, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২:০১ মিনিটে আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শহীদুল আলম, এফ/৬৪৯০ এর নেতৃত্বে সরকারি এম. এম. কলেজ, যশোর এর শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছিল এবং সকাল ৯:৩০ মিনিটে আইইবি কেন্দ্র চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী অমূল্য কুমার সরকার, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী জিএম মাহমুদ প্রধান, প্রকৌশলী মো. রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌশলী সাকীব আদনান দীপ্ত, প্রকৌশলী মো. রাফিদুল ইসলাম প্রমুখ।

যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৩ মার্চ ২০২৬ খ্রি. রোজ: শুক্রবার (২৩ রমজান ১৪৪৭ হিজরী) কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শহীদুল আলম ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস.এম. মোয়াজ্জাম

হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাসেক খান, প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী মো. আউয়াল-উর-রহমান, প্রকৌশলী অমূল্য কুমার সরকার, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌশলী জিএম মাহমুদ প্রধান, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. ওয়ালিয়ার রহমান, ড. প্রকৌশলী শাখাওয়াত হোসেন, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী মো. আহাদুজ্জামান মৃধা, প্রকৌশলী সাকীব আদনান দীপ্ত, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান, প্রকৌশলী দেবাশীষ দে প্রমুখ।

যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ মার্চ ২০২৬ খ্রি. রোজঃ বৃহস্পতিবার মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আইইবি যশোর কেন্দ্রে সকাল ৯:০০ মিনিটে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন এবং সকাল ৯:৩০ মিনিটে যশোরের বিজয়স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শহীদুল আলম।

আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. বেঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী জিএম মাহমুদ প্রধান প্রমুখ।

রংপুর কেন্দ্র

মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ হতে মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে ১২.০১ মিনিটে বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাকিউল আলম মহোদয়ের নেতৃত্বে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

আরোও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. সরফরাস বান্দা, রংপুর নেসকো তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজার রহমান ভূইয়া, প্রকৌশলী মো. পলাশ চন্দ্র দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু সাঈদ সরকার, প্রকৌশলী মো. আবুল মতিন, প্রকৌশলী মো. আসিফ শাহরিয়ার, প্রকৌশলী মো. গোলাম হোসেন, প্রকৌশলী মো. নুর মোহাম্মদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. রোকোনুজ্জামান, মো. রেদওয়ান, মো. আসাদুল্লাহ সরকার, সড়ক ও জনপথ বিভাগর রংপুরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আমানউল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহীম, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জি.এম এহতেশাম, প্রকৌশলী মো. সাজেদুর রহমান, এলজিইডি রংপুরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো. আখরুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী জয়া সান্যাল, সহকারী প্রকৌশলী মো. নাফিউর রহমান, গণপূর্ত রংপুর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. সুলতান মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. আরেফিন বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রবিউল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম, সহকারী প্রকৌশলী মো. মুন্না হক, বিএডিসি, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এস.এম শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, বিএমডিএ, রংপুরের, নির্বাহী প্রকৌশলী এ.কে.এম মশিউর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার সাহা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর সহকারী প্রকৌশলী মো. শোয়েব সারোয়ার হাবিব, বাংলাদেশ বেতার, রংপুরের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো.

জাইফুল ইসলাম এবং অবসর প্রাপ্ত প্রকৌশলী মো. মাহবুব উল আলম, প্রকৌশলী মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. উমর ফারুক, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. ফারুক আজম, প্রকৌশলী মো. বদিউজ্জামান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ হতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উপলক্ষে সূর্যোদয় এর সাথে সাথে বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে রংপুর কালেক্টরেট সুরভি উদ্যানস্থ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাকিউল আলম।

আরোও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. সরফরাস বান্দা, রংপুর নেসকো তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজার রহমান ভূইয়া, প্রকৌশলী মো.পলাশ চন্দ্র দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী মো.আবু সাঈদ সরকার, প্রকৌশলী মো. আবুল মতিন, প্রকৌশলী মো. আসিফ শাহরিয়ার, প্রকৌশলী মো. গোলাম হোসেন, প্রকৌশলী মো. নুর মোহা, সড়ক ও জনপথ বিভাগর রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহীম, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জি.এম এহতেশাম, প্রকৌশলী মো. সাজেদুর রহমান, এলজিইডি রংপুরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো.আখরুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী জয়া সান্যাল, সহকারী প্রকৌশলী মো.নাফিউর রহমান, গণপূর্ত রংপুর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো.সুলতান মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. আরেফিন বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম, বিএডিসি, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, বিএমডিএ, রংপুরের,নির্বাহী প্রকৌশলী এ.কে.এম মশিউর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার সাহা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর সহকারী প্রকৌশলী মো. শোয়েব সারোয়ার হাবিব, প্রকৌশলী মো. উমর ফারুক, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি, রংপুর কেন্দ্রর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের আয়োজনে আলোচনা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল ০৯ মার্চ ২০২৬ খ্রি. (১৯ রমজান) নগরীর পশ্চিম বাবুখাঁ আর. কে রোডে অবস্থিত আইইবি'র কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. সুরুজ মিয়া ও অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাকিউল আলমসহ দেড় শতাধিক প্রকৌশলীবৃন্দ।

আলোচনা, ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পেশাগত বন্ধন সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দোয়া মাহফিলে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সকলের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজে প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা
iebnews48@gmail.com
ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ

ব্যাচ-০৬ (৩-৫ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-০৬ (৩-৫ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ই-জিপি ব্যবস্থার কার্যক্রম, ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, পিডি, হিট প্রকল্প। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মো. আসাদুজ্জামান, ডিপিডি, হিট প্রকল্প। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

ব্যাচ-০৬ (৩-৫ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, পিডি, হিট প্রকল্প। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর খুরশিদ আলম, ডিপিডি, হিট প্রকল্প। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. শেখ আল আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

ব্যাচ-০৭ (১০-১২ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-০৭ (১০-১২ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার এবং কার্যকর বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মৌসুমি হাবিব, সদস্য, ইউজিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, পিডি, হিট প্রকল্প। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি।

ব্যাচ-০৮ ও ০৯ (১৭-১৯ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-০৮ ও ০৯ (১৭-১৯ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ই-জিপি সিস্টেমের কার্যপ্রণালী, ব্যবহারিক দিক এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ করার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মো. আসাদুজ্জামান, ডিপিডি, হিট প্রকল্প। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর সেলিনা জামান, চিফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি।

ব্যাচ-০৮-০৯ (১৭-১৯ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-০৮ ও ০৯ (১৭-১৯ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ই-জিপি সিস্টেমের কার্যপ্রণালী, ব্যবহারিক দিক এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ করার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মো. আসাদুজ্জামান, ডিপিডি, হিট প্রকল্প। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর সেলিনা জামান, চিফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি।

ব্যাচ-১০ (২৪-২৬ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-১০ (২৪-২৬ জানুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ই-জিপি সিস্টেমের কার্যক্রম, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, পিডি, হিট প্রকল্প। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর খুরশিদ আলম, ডিপিডি, হিট প্রকল্প। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

ব্যাচ-১১-১২ (০৭-০৯ ফেব্রুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-১১ ও ১২ (০৭-০৯ ফেব্রুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রশিক্ষণ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার এবং বাস্তব জীবনে এর কার্যকর প্রয়োগ সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, পিডি, হিট প্রকল্প। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর খুরশিদ আলম, ডিপিডি, হিট প্রকল্প।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ইঞ্জি. মো. আশরাফুল আলম, রেক্টর, ইএসসিবি এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন ইঞ্জি. শেখ আল আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

ব্যাচ-১১-১২ (০৭-০৯ ফেব্রুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

ব্যাচ-১১ ও ১২ (০৭-০৯ ফেব্রুয়ারি) ৩ দিনব্যাপী ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রশিক্ষণ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার এবং বাস্তব জীবনে এর কার্যকর প্রয়োগ সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান, পিডি, হিট প্রকল্প। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর খুরশিদ আলম, ডিপিডি, হিট প্রকল্প এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

৪ দিনব্যাপী কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রশিক্ষণ- অ্যাডহক সিএসসি, এএইচকিউ

৪ দিনব্যাপী কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রশিক্ষণ- অ্যাডহক সিএসসি, এএইচকিউ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সমাপনী অনুষ্ঠান এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া, এনডিসি, পিএসসি, চিফ কনসালটেন্ট জেনারেল, অ্যাডহক সিএসসি, এএইচকিউ।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজে প্রকাশের জন্য
প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা
iebnews48@gmail.com
ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ENGINEERING STAFF COLLEGE, BANGLADESH (ESCB)

IEB HQ: Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311

E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org

A. Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control System (DCS) for industrial automation	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (V-18.8 Latest Version)	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	20
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	6
22	Training Course on A/C Inverter Drives	21

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৫০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৬ খ্রি.

সাস্টেইনেবল এনার্জিতে গড়বো দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)
The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh